প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৩
৩০ জুন - ৬ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রার্থনা ও জীবন

প্রার্থনা : ঈশ্বর ও নিজের সাথে মিলন সাধনা

প্রার্থনা ও খ্রিস্ট জুবিলীবর্ষ : প্রভু আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান

শান্তির জন্য প্রার্থনা

প্রকাশনার গৌরবময় ৮৪ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

"চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়, বিচ্ছেদ নয়
চলে যাওয়া মানে নয় বন্ধন ছিন্ন করা
আর্দ্র রজনী
চলে গেলে আমারও অধিক কিছু থেকে যাবে
আমার না থাকা জুড়ে।"
- রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

বাবা
স্বর্গীয় জন ব্যাপ্টিষ্ট পিউরীফিকেশন
জন্ম: ৫ জানুয়ারি, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৮ অক্টোবর, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ
করান, নাগরী, গাজীপুর

মা
স্বর্গীয় সরলা সেবাষ্টিনা ডি'কস্তা
জন্ম: ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৭ জুন, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
করান, নাগরী, গাজীপুর

তোমাদের আদরের সন্তানগণ

বিজ্ঞ/১৪১/২৪

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ২৩
৩০ জুন - ০৬ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১৬ আষাঢ় - ২২ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
পিতর হেম্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

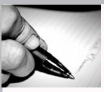

সম্পাদকীয়

অবিরত প্রার্থনা কর যেন প্রলোভনে না পড়

প্রার্থনা সম্পর্কে সকলেরই কিছু ধারণা আছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রার্থনা করেন। সকল ধর্মেই প্রার্থনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তা অনুশীলন করার জন্য শিক্ষাও দেওয়া হয়। প্রার্থনা বলতে আমরা বিশেষত কোন আবেদন, নিবেদন, চাওয়াকে বুঝে থাকি। প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ, কথোপকথন ও সংলাপ। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস খুব সহজভাবে প্রার্থনা বিষয়ে বলেন, প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকার বাসনা, ঈশ্বরের কথা শোনা ও ঈশ্বরের আরাধনা। প্রার্থনা হচ্ছে খ্রিস্টবিশ্বাসীর বিশ্বাস, আশা ও সেবার জীবনের যত্ন। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা অন্যকে স্বাগতম জানাই এবং যিশুর মতো দয়ালু হৃদয় নিয়ে অন্যের নিকট পৌঁছাই। আমাদের নিকটে অনেকে হয়তো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রার্থনার আহ্বান জানান। হয়তো বা ব্যস্ততা বা অন্য কোন কারণে তা ভুলে যাই। কিন্তু যেকোন মুহূর্ত ও পরিস্থিতিতে সে ব্যক্তিকে স্মরণে আনা এক ধরণের প্রার্থনা। প্রার্থনা ছাড়া আমাদের কাজ ফলবিহীন। প্রার্থনা হচ্ছে আমাদের আত্মা ও আধ্যাত্মিক জীবনের অক্সিজেন। আমরা প্রার্থনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কিন্তু ঈশ্বর প্রার্থনা শুনতে ক্লান্ত হন না। আমাদের প্রার্থনা যেন হয় অনবরত প্রার্থনা।

যিশু নিজেও অভ্যাসগতভাবে নিয়মিত প্রার্থনা করেছেন। সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকার পরেও রাতে প্রার্থনায় সময় কাটিয়েছেন। যেকোন বিশেষ কাজ শুরুর আগেও প্রার্থনা করেছেন। শিষ্যদের মনোনয়ন, প্রেরণ ও অলৌকিক কর্ম সম্পাদনের আগে তিনি বিশেষ প্রার্থনা করতেন। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে তিনি শক্তি লাভ করতেন যা তাঁর শিষ্যেরা অনুভব করেছিলেন। সঙ্গতকারণেই তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান। যিশু তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা শেখানোর সাথে সাথে আহ্বান করেন, তারা যেন সর্বদা প্রার্থনা করেন; যাতে করে প্রলোভনে না পড়েন। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের শক্তি অর্জন করি। তাই প্রার্থনা হলো শক্তি ও সাহস সঞ্চারকারী একটি ক্রিয়া। প্রার্থনা আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে সহায়তা করে। তবে যখন ঈশ্বরে বিশ্বাসের চেয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি ও অনুভব করতে পারি তখন তা আমাদের জীবনে বড় প্রার্থনা হয়ে উঠে। ।

যিশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিষ্যরাও প্রার্থনা করে ও মঙ্গলসমাচার প্রকাশ করতে ব্যাপৃত হয়। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে শিষ্যেরা যিশুর নামে অনেক আশ্চর্য কাজ করে প্রার্থনার শক্তির প্রকাশ ঘটান। পরবর্তীতে মণ্ডলীও প্রার্থনার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। বিপদে-প্রয়োজনে, ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতায়, উৎসবে-আয়োজনে সব পরিস্থিতিতেই প্রার্থনা করার একটি ধারা মণ্ডলীতে পরিলক্ষিত হয়। সরব, নীরব, ধ্যানীয়, গানীয়, ব্যক্তিগত, দলগত বিভিন্ন পর্যায়ে প্রার্থনা করে ভক্তবিশ্বাসীরা অন্তরে স্বস্তি ও শক্তি লাভ করে। যেকোন স্থানে যেকোন সময় প্রার্থনা করা যায়। তবে কাঠামোগত প্রার্থনা করার জন্য স্থান ও সময় নির্বাচনও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। একেক ব্যক্তি একেক সময় বা পরিস্থিতিতে প্রার্থনা করতে পছন্দ করেন। পছন্দ যাই হোক না কেন প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা যেন কেউ ভুলে না যায়। মণ্ডলী তার সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় প্রার্থনা করাকে সেবা ও শিক্ষাকাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আসছে। সর্বজনীন মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হয়ে গৃহ মণ্ডলী পরিবারগুলো যেন প্রার্থনা করার সুযোগ সৃষ্টি করে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যরা ব্যক্তিগত প্রার্থনার আদর্শ দিয়ে ছোটদের অনুপ্রাণিত করবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে সকলে মিলিত হয়ে প্রার্থনা করার চেষ্টা করবে। শুরুটা সন্তানদের শিশুকাল থেকেই করতে হবে। বড় হয়ে গেলে ব্যস্ত হবার প্রলোভনে পড়ে প্রার্থনাকে ভুলে যাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই শিশুকাল থেকেই প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আর এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে যুব দম্পতি ও যারা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করবে তারা।

যিশু নিজেই আমাদেরকে নিরাশ না হয়ে অনবরত প্রার্থনা করতে আহ্বান করেন। কেননা প্রার্থনা আমাদের জীবনে দৈহিক খাবারের মতো। খাবার যেমন নিয়মিত না খেলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়, আমরা কাজের শক্তি পাই না এবং আমাদের সবকিছু স্বাভাবিক ভাবে পরিচালিত হয় না। তেমনি ভাবে আমরা নিয়মিত প্রার্থনা না করলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন দুর্বল হয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "খাদ্য দেহের পক্ষে যত না গুরুত্বপূর্ণ, প্রার্থনা আমার পক্ষে তারচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" প্রার্থনা হলো শান্তি ও শক্তি লাভের ভূমিকাস্বরূপ এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথ। প্রার্থনা হলো আমাদের তথা পরিবার জীবনের শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠা করার উত্তম মাধ্যম।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি রবিবার এই বছরকে প্রার্থনা বর্ষ ঘোষণা করেছেন খ্রিস্ট জয়ন্তী ২০২৫ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতিস্বরূপ। এর মধ্যদিয়ে তিনি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রার্থনার গুরুত্ব অনুধাবন করে এর প্রতি অনুরাগী করার একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হবার প্রস্তুতি নিই; যাতে করে খ্রিস্টজয়ন্তী পালনে যোগ্য হতে পারি। †

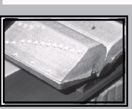

তিনি তাকে বললেন, ' কন্যা, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে; শান্তিতে যাও, ও তোমার রোগ থেকে মুক্ত হয়ে থাকে' । (মার্ক ৫: ৩৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

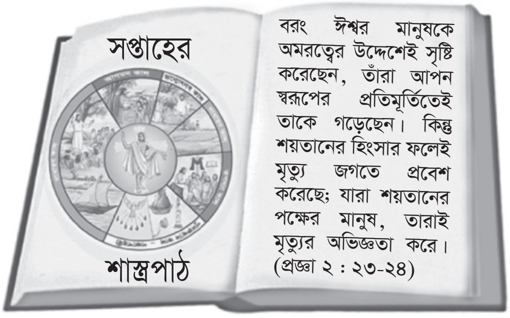

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৩০ জুন - ০৬ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

৩০ জুন, রবিবার

প্রজ্ঞা ১: ১৩-১৫; ২: ২৩-২৪, সাম ৩০: ১, ৩-৫, ১১-১২, ২ করি ৮: ৭, ৯, ১৩-১৫, মার্ক ৫: ২১-৪৩ (সংক্ষিপ্ত ৫: ২১-২৪, ৩৫-৪৩)

০১ জুলাই, সোমবার

আমোস ২: ৬-১০, ১৩-১৬, সাম ৫০: ১৬-২৩, মথি ৮: ১৮-২২

০২ জুলাই, মঙ্গলবার

আমোস ৩: ১-৮; ৪: ১১-১২, সাম ৫: ৪-৭, মথি ৮: ২৩-২৭

০৩ জুলাই, বুধবার

প্রেরিতদূত সাধু টমাস, *পর্ব*

এফে ২: ১৯-২২, সাম ১১৭: ১-২, যোহন ২০: ২৪-২৯

০৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার

পর্তুগালের সাধ্বী এলিজাবেথ

আমোস ৭: ১০-১৭, সাম ১৯: ৭-১০, মথি ৯: ১-৮

০৫ জুলাই, শুক্রবার

সাধু আন্তনী জাখারিয়া, যাজক

আমোস ৮: ৪-৬, ৯-১২, সাম ১১৯: ২, ১০, ২০, ৩০, ৪০, ১৩১, মথি ৯: ৯-১৩

০৬ জুলাই, শনিবার

সাধ্বী মারীয়া গরেট্টি, কুমারী ও সাক্ষ্যমর

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ

আমো ৯: ১১-১৫, সাম ৮৫: ৮, ১০-১৩, মথি ৯: ১৪-১৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৩০ জুন, রবিবার

\+ ১৯৮৯ মাদার বন পান্স্তর, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
\+ ২০০২ ফা. ফ্রান্সিস পালমা (ঢাকা)
\+ ২০১৮ সি. মেরী ম্যাগডেলিন, পিসিপিএ

০১ জুলাই, সোমবার

\+ ২০০৭ ফা. ফিলিপ সুজিত সরকার (খুলনা)

০৩ জুলাই, বুধবার

\+ ১৯২৮ সি. এম. এডলফিন ডুগ্যান, সিএসসি
\+ ১৯৭২ ফা. সাইমন থেটা (চট্টগ্রাম)
\+ ১৯৯২ সি. ক্যাথেরিন, এসএমআরএ (ঢাকা)
\+ ২০০৩ ব্রা. দানিয়েল রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)
\+ ২০২১ ফা. আদল্ফো ল'ইম্পেরিও, পিমে (দিনাজঃ)

০৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার

\+ ১৯৯৭ ফা. ইতালো গাউদেঞ্চি, এসএক্স (খুলনা)
\+ ২০০১ ফা. রিনাল্দো নাভা, এসএক্স (খুলনা)
\+ ২০১০ ব্রা. আন্তনী কেভিন টুডু, টিওআর (দিনাজপুর)

০৬ জুলাই, শনিবার

\+ ২০১৭ সি. রোজ বার্নার্ড, সিএসসি (ঢাকা)

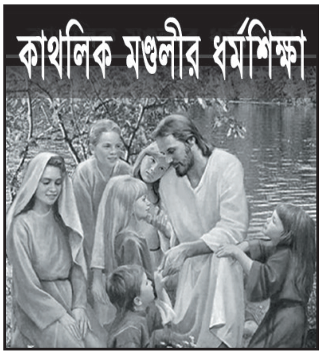

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৭৫৩ কোন ভাল উদ্দেশ্য (যেমন, প্রতিবেশীকে সাহায্য করা) স্বকীয়তায় মন্দ আচরণকে, যেমন, মিথ্যা কথা বলা ও কুৎসা রটানোকে ভাল বা ন্যায় আচরণে পরিণত করতে পারে না। উদ্দেশ্য ক্রিয়াকে (উপায়) ন্যায়সঙ্গত করতে পারে না। জাতিকে রক্ষা করার উদ্দেশে একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডিত করাকে ন্যায়সঙ্গত ক্রিয়া বলা যায় না। অন্যদিকে অতিরিক্ত একটি মন্দ উদ্দেশ্য (যেমন, অহংকার করা), একটি ক্রিয়াকে মন্দ করতে পারে, তবে ক্রিয়াটি নিজে তার স্বকীয়তায় ভাল হতে পারে (যেমন, ভিক্ষা দান করা)।

১৭৫৪ ক্রিয়ার ফলাফলসহ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নৈতিক ক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাদান। এগুলো মানবিক ক্রিয়ার নৈতিক উত্তমতা বা মন্দতা বৃদ্ধি বা হ্রাস করার কাজে ভূমিকা (দৃষ্টান্তস্বরূপ, চুরি করা জিনিসের পরিমাণ)। সেগুলো আবার ক্রিয়া সম্পাদনকারীর দায়-দায়িত্ব অবস্থাসমূহ নিজ থেকে নিজস্ব নৈতিক ক্রিয়ার গুণ পরিবর্তন করতে পারে না; সেগুলো নিজ থেকে যে ক্রিয়াটি মন্দ তাকে আবার ভাল বা সঠিক করে তুলতে পারে না।

॥ খ ॥ ভাল ক্রিয়াসমূহ ও মন্দ ক্রিয়াসমূহ

১৭৫৫ কোন ক্রিয়াকে নৈতিকভাবে ভাল হতে হলে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভাল হতে হবে। মন্দ উদ্দেশ্য ক্রিয়াকে মন্দ করে, এমন কি ঐ ক্রিয়ার লক্ষ্য গুণগতভাবে ভাল হলেও (যেমন লোক দেখানোর জন্য প্রার্থনা ও উপবাস করা)।

একটি মনোনীত ক্রিয়ার লক্ষ্য নিজেই ক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে মন্দ করে ফেলতে পারে। কিছু কিছু বাস্তব ক্রিয়া যেমন, বিবাহ-বন্ধনের বাইরে যৌনসঙ্গম-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সব সময়ই মন্দ, কারণ উক্ত সিদ্ধান্ত ইচ্ছাশক্তিরই অ-নিয়ম, অর্থাৎ নৈতিকভাবে মন্দ।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

০৩ জুলাই, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ০৩ জুলাই তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

শোক সংবাদ

মিসেস **তেরেজা হাওলাদার** যিনি পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি'র স্নেহময়ী জননী। তিনি ২৫ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে জন ভিয়ান্নী হাসপাতাল, ঢাকায় পরলোকগমন করেছেন। আমরা তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। ঈশ্বর তার এই ভক্ত সেবিকা **তেরেজা হাওলাদারকে** অনন্ত শান্তি দানে ধন্য করুন।

– সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ফাদার উৎপল ডমিনিক রিছিল

সাধারণ কালের ১৩শ রবিবার

১ম পাঠ : প্রজ্ঞা ১:১৩-১৫; ২:২৩-২৪
২য় পাঠ : ২ করিন্থীয় ৮:৭,৯, ১৩-১৫
মঙ্গলসমাচার : মার্ক ৫:২১-৪৩

আমরা পাপী হলেও যখন বিনম্র অন্তরে, ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে, একাগ্রচিত্তে, সুন্দর মন নিয়ে, নিজের ও মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য ঈশ্বরের কাছে কিছু চাই; আর ঈশ্বর তাঁর ভালোবাসার স্পর্শে তখন সেই চাওয়া-মনোবাসনাগুলো পূর্ণ করেন।

ঈশ্বর কি সত্যি আমাদের ভালোবাসেন, পাশে থাকেন ও প্রার্থনা শুনেন? কেন নয়! আজকের প্রথম পাঠে প্রজ্ঞা পুস্তক বলছে- ঈশ্বর মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে অর্থাৎ অবিনশ্বর করেই সৃষ্টি করেছেন, তিনি কখনো চান না কেউ অসুস্থ থাকুক, জীবনকে নষ্ট করুক ও মরে যাক বরং তিনি মানুষের সর্বদা মঙ্গলই চান। সেজন্যই মরণ বিষ কখনো ধার্মিককে গ্রাস করতে পারে না; কারণ তারা ঈশ্বরের কথা শুনে ও পালন করে, দৃঢ় তাদের মনোবল, তারা কঠিন সংকটের দিনেও ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, আস্থা রাখে ও বিশ্বাসে স্থির থাকে। আর অপর দিকে দেখতে পাই যে, শয়তানের হিংসাই মৃত্যুকে জগতে ডেকে এনেছে, আর শয়তানের নিজের লোক যারা, তারাই পায় মৃত্যুর সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা।

বর্তমানে এই জগৎ এখন সমস্যাগ্রস্ত, অসুস্থ ও হতাশাগ্রস্ত। কারণ মানুষ এখন ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে সুখ ও শান্তি খুঁজছে জাগতিক ভোগ-বিলাসিতায় আর যান্ত্রিকতায়; তাই ভালোবাসার পরিবর্তে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে স্বার্থপরতা। এখন মানুষের চাহিদার শেষ নেই, যতোই পায় ততোই চায়। এই যে মানুষের এত চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা, আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়া, এটার একটা সীমাবদ্ধতা, সংযম, নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। কেন? কারণ যা আমার জন্য সত্যি প্রয়োজন তার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করা উচিত কিন্তু অতিরিক্ত চাহিদা মানুষকে স্বার্থপর ও পশুতে পরিণত করে। বিবেকহীন হয়, বিভিন্ন পাপ কাজে লিপ্ত ও জড়িয়ে পরে, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে, সমাজে বৈষম্য ও অশান্তির সৃষ্টি করে, সুসম্পর্ক নষ্ট করে আর তখন আমাদের জীবনটা বেঁচে থেকেও মৃত। সেজন্যই দ্বিতীয় পাঠে সাধু পল আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন- খ্রিস্টের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর গভীর ভালোবাসাই আমাদের অন্তরে নব প্রাণের সঞ্চার করে, দুর্দিনে-দুঃসময়ে আশায় বাঁচিয়ে রাখে, মনের আনন্দে উদ্দ্যোগ নিয়ে হত দরিদ্র, অভাব-গ্রস্ত ভাই-বোনদের পাশে থেকে সাহায্য, সহযোগিতা ও সেবা করার অনুপ্রেরণা, শক্তি ও সাহস যোগায়।

মঙ্গলসমাচারে দেখি, যিশুই জীবন। যিশু বিহীন/ঈশ্বর বিহীন জীবন অসুস্থ ও মৃত। প্রভুর যিশুর সাথে থাকা, পথ চলা ও স্পর্শ পাওয়া মানে- নতুন জীবন, অন্তরে শান্তি, দেহে শক্তি ও কাজের গতি।

বাস্তবতায় দেখি, প্রতিটি পিতা-মাতাই সন্তানদের অসুখের সময় দুঃশ্চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন আর বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন যাতে সন্তানদের সুস্থ করা যায়। যাইরাস স্থানীয় সমাজ-গৃহের একজন অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা। কোন সন্দেহ নেই যে তিনি একজন বিশ্বস্ত ও আধ্যাত্মিক মানুষও কিন্তু এখন তার ১২ বছরের ছোট মেয়েটি অসুস্থ ও মরমর অবস্থা। তাই সে মানসিক ভাবে দুঃশ্চিন্তায় কিছুটা ভেঙ্গে পড়েছেন কিন্তু আশাহত নন। আর পিতা হিসাবে মেয়েকে বাঁচানোর বিশ্বাসের পদক্ষেপ আর প্রচেষ্টাই তাকে যিশুর কাছে নিয়ে এসেছে। সমাজনেতাদের একজন হয়েও যিশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে মেয়ের জীবন ভিক্ষা চেয়েছে।

এই পৃথিবীর চোখে, বিশেষত ধর্মীয় নেতাদের চোখে যিশু সমস্যা সৃষ্টিকারী কিন্তু যাইরাসের বিশ্বাসের দৃষ্টিতে যিশু হলেন জীবন দানকারী ও জীবনের আশা। এটা তাকে অন্তরে শক্তি, সাহস ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যিশুর কাছে নিয়ে এসেছে ও মেয়ের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে মনোবল যুগিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল- আমার দৃষ্টিতে যিশু কে? আমরা যখন অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত তখন আমরা নিরুৎসাহিত, আশাহত ও উদ্বিগ্ন হই। কিন্তু যখন অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত হওয়ার পরেও যদি যিশুতে বিশ্বাস রাখি, তখন আমরা অসাধারণ সাহস দেখাতে পারি যাইরাসের মতো। আর সমস্ত ভয়-ভীতি, চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করে যিশুর কাছে এসে বলতে পারি আমার ছোট মেয়েটির এখন মরমর অবস্থা! দয়া করে এসে আপনি তার উপর একবার হাত রাখুন, যাতে সে ভাল হয়ে যায়, বেঁচেই যায়। কেন?

কারণ প্রভু যিশুর ভালোবাসার স্পর্শই আমাদের নতুন জীবন দেয়, সুপথে পরিচালনা করে, সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে, জীবনের সঠিক দিক নির্দেশণা দেয় ও জীবনকে সুন্দর করে।

আমরা শুনেছি, যিশু যাইরাসের বাড়ীতে গিয়েছেন কিন্তু পৌঁছানোর আগেই তার মেয়েটি মারা গেল। জগতের দৃষ্টিতে মারা গেছে তো সব শেষ। কিন্তু যিশুই হলেন ঈশ্বর পুত্র, জীবনদাতা ও নিরাময়দাতা এবং তাঁর দ্বারা সবই সম্ভব। তিনি আমাদের ভালোবাসেন বলেই এ জগতে এসেছেন যাতে সবাই যেন জীবন পায়, অসুস্থ মানুষ যেন সুস্থ হয় আর মৃত মানুষ যেন নতুন জীবন পায়। সুতরাং এই পৃথিবীতে নিরাময়তার জন্য ভয় নয় বরং যিশুতে বিশ্বাস দরকার। সে জন্যই যিশু যাইরাসকে বলেছিলেন- “ভয় পাবেন না, শুধু বিশ্বাস রাখুন। আর পরে যীশু ছোট মেয়েটির একটি হাত ধরে বললেন- “খুকু, আমি তোমাকে বলছি, তুমি এবার উঠে পড়।” আর তখনই মেয়েটি উঠে পড়ল আর হেঁটে বেড়াতে লাগল।

১২ বছর ধরে রক্তস্রাবে ভোগা মহিলাটি জীবনের ঘটনাটিও আমাদের তাই বলে। সে অনেক ডাক্তারের চিকিৎসায় থেকে বহু কষ্ট পেয়েছিল এবং তার যথা-সর্বস্ব সে খরচ করেছিল, কিন্তু তবুও তার কোন উপকার হয় নি, বরং রোগটা আরও বেড়েই গিয়েছিল। যিশুকে ছাড়া আমাদের জীবনটা শুধুই শূন্যতা, ভালোবাসাহীন, কষ্ট, অপচয় আর মৃত। স্ত্রীলোকটির এই অভিজ্ঞতাই তাকে যিশুর কাছে নিয়ে এসেছে কারণ সে বাঁচতে চায়। তাই সে লোকদের কাছে শুনে যিশুর উপর বিশ্বাস করেছে এবং সুস্থ হবার আশায়, বিশ্বাসভরা অন্তরে, লোক-লজ্জা, ভয় উপেক্ষা করে, যিশুর কাপড় স্পর্শ করেছে আর সুস্থ হয়ে উঠেছে।

আজকে আমরা দুইটি বিষয়ের উপর চিন্তা করতে পারি। প্রথমতো: আমি কি যিশুর আশ্চর্য কাজ করার শক্তি/সর্ব ক্ষমতার গভীরতাকে বুঝি? দ্বিতীয়তোঃ আমার কি সেই বিশ্বাস ও আস্থা আছে যে যিশুর ভালবাসা স্পর্শ আমার অসুস্থ ও মৃত জীবনকে সুন্দর, সুস্থ ও নতুন জীবন দিতে পারে? এই সত্যটি যখন অন্তরে বুঝতে ও উপলদ্ধি করতে পারব, তখনই যিশুর সর্বময় শক্তি আমার অন্তর গভীরে কাজ করবে আর জীবনটাকে আমল পরিবর্তন ঘটবে।

আজকে প্রভুর প্রতি আমাদের এই চাওয়া হউক: হে প্রভু আমরা পাপী, আমাদের অনেক দূর্বলতা আছে, আছে অনেক আসক্তি, জাগতিকতার মোহ-মায়ায় তোমায় ভুলে গেছি। তাছাড়াও অনেক দুঃখ-কষ্ট, সমস্যা, যন্ত্রনা, অবহেলা, বঞ্চনা, দারিদ্রতা, চ্যালেঞ্জ, পাওয়া ও না পাওয়ার আকাঙ্খা এবং বেদনা এ গুলো আমাদের জীবনটা ক্ষত-বিক্ষত করেছে। তবুও তুমি আমাদের কত ভালোবাস এবং আমাদের সাথে আছো! সত্যি, ধন্য তোমার সেই ভালোবাসা। প্রার্থনা করি, যেন তোমার সেই ভালোবাসার স্পর্শ আমাদের অন্তরকে তাড়িত ও জাগড়িত করে তোমাকে ও ভাই মানুষকে ভালোবেসে জীবন দিতে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদেরকে তোমার ভালোবাসায় আগলে রেখো; যখন আমরা পড়ে যাই, আধ্যাত্মিকভাবে মরে যাই, অচল হয়ে যাই, পাশে থেকো, সাথে রেখো, যেন না হারাই।

প্রার্থনা ও জীবন

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২৪ খ্রিস্টাব্দকে প্রার্থনা বর্ষ ঘোষণা দিয়েছেন। এই প্রার্থনা বর্ষে তিনি আহ্বান করেছেন আমরা যেন ব্যক্তিগত, মাণ্ডলিক এবং সমাজ জীবনে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা আবার নতুন ভাবে আবিষ্কার করি। তিনি আরও বলেন, "প্রার্থনা হলো যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীতে বিশ্বাসের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। প্রার্থনা আমাদের বিশ্বাসকে পরিচর্যা দান করে। ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সম্পর্ককে লালন-পালন করে। আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্রামের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে। দুঃশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় আরামের স্থান ঠিক করে দেয়। প্রার্থনা হলো বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসার পুষ্টিকর খাদ্য। যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে চায়, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে চলে, তাদের জন্য প্রার্থনা হলো বিশ্বাসের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদয়ের চিৎকার। যিশু বলেছেন, "স্বর্গে বিরাজমান তোমাদের পিতার কাছে যারা প্রার্থনা জানায়, তিনি যে তাদের ভাল-ভালো জিনিস দেবেন, তা আরও কতই না নিশ্চিত" *(মথি ৭:৭)*।

প্রার্থনা: প্রার্থনা হলো সত্য সম্বন্ধে আনন্দময় চেতনা। প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে মানুষের একান্ত যোগাযোগ। সাধারণ ভাবে প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া, কামনা বা আকাঙ্খা করাকে বোঝায়। ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ'ই প্রার্থনা। ঈশ্বরের মন্দির প্রার্থনার স্থান। যিশু বলেছেন, "শাস্ত্রে লেখা আছে: আমার গৃহটি হবে প্রার্থনার গৃহ" *(লুক ১৯:১)*। প্রার্থনা হলো আত্মার খাদ্য। প্রার্থনা ধর্মীয় গুণের সক্রিয় অভিব্যক্তি যা অনুশীলন করতে হয়। ঈশ্বরের প্রতি মন ও আত্মার উত্তোলনই হলো প্রার্থনা। প্রার্থনার উদ্দেশ্য হলো পূজা-অর্চনা করা, প্রশংসা করা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো ও আবেদন করা। প্রার্থনা আমাদের জীবনকে রূপান্তর ও নবায়িত করে। প্রার্থনা হলো প্রভুর সান্নিধ্যে আনন্দে বিশ্রাম। প্রার্থনা হলো পরম আত্মার সাথে মানব আত্মার মিলন সাধনা। প্রেমময় ঈশ্বরের উপস্থিতি অন্তরে উপলব্ধি করা। প্রার্থনায় নিজেকে ঈশ্বরের জন্য শূন্য করা যেন পূর্ণ করতে পারি। প্রণালী ও আচরণের দিক থেকে প্রার্থনা হলো মৌখিক বা আবৃত্তি, মৌন প্রার্থনা ও নামজপ করা। সমস্যা ও পাপ জর্জরিত পৃথিবীতে সুস্থ জীবন যাপনের জন্যে প্রার্থনা অপরিহার্য। লিসিয়োর সাধ্বী তেরেজা বলেছেন, "আমার জন্য প্রার্থনা হলো অন্তরের এক ব্যাকুলতা ও স্বর্গের দিকে নিবিড়দৃষ্টি। এ হলো প্রেম ও স্বীকৃতি লাভের এক উদাত্ত কান্না, যা আনন্দ ও পরীক্ষা উভয়কে আলিঙ্গন করে।" প্রার্থনা এমন নয় যে ঈশ্বর দাতা আর মানুষ গ্রহীতা। বরং নদী-নালা যেমন সমুদ্রের সাথে যুক্ত থাকলে বহমান ও খরস্রোতা রূপ ধারণ ক'রে মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠে তেমনি প্রার্থনায় পরম আত্মার সাথে সম্পর্কে যুক্ত থেকে ব্যক্তি অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়ে নির্লোভ, নিষ্কাম, সত্য মানুষ হয়ে উঠে। এ যে এক প্রেমময় সম্পর্কে ঈশ্বর নির্ভরতায় মুক্তি লাভের তীর্থযাত্রা।

যিশুর জীবনে প্রার্থনা: যিশু তাঁর সকল কাজের পূর্বে পিতা ঈশ্বরের সাথে একান্ত সান্নিধ্যে প্রার্থনায় কাটাতেন। তাঁর প্রচার কাজ শুরু করার পূর্বে নির্জন মরুভূমিতে প্রার্থনা করেছেন। শিষ্যদের মনোনীত করার পূর্বে তিনি প্রার্থনা করেছেন *(দ্র. লুক ৬:১২)*। তিনি নিজে প্রার্থনা করেছেন বিশ্রামবারে সমাজগৃহে, জেরুসালেম মন্দিরে, পাহাড়ের উপরে, বিভিন্ন আশ্চর্য ও আলৌকিক কাজের আগে প্রার্থনা করেছেন। খ্রিস্ট নিজেই শিখিয়েছেন কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে *(দ্র: মথি ৬:৯-১৩)*। প্রভু যিশুকে আমরা নির্জন প্রার্থনায় সময় কাটাতে দেখি *(দ্র: লুক ৫:১৬; ৬:১২; ৯:১৮; ২৮,২৯)*। তিনি নিজে রাতে ও ভোরে পিতার সাথে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে গভীর মিলন বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। তিনি মৃত্যু ও যাতনাভোগের পূর্বে গেৎসিমানী বাগানে প্রার্থনায় কাটিয়েছেন *(দ্র. যোহন ১৭)*। যিশু তাঁর শিষ্যদের অন্তিম সময়ে বলেছেন, "প্রার্থনা কর যাতে প্রলোভনে না পড়" *(লুক ২২:৪৬)*। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিস্টীয় জীবনের গভীরতায় প্রবেশ করে খ্রিস্টময় হয়ে উঠি। যিশু হলেন প্রার্থনার আদর্শ গুরু। আমরা যেন তাঁকে অনুসরণ করি।

আমাদের জীবনে প্রার্থনার গুরুত্ব: যিশু বলেছেন, "সর্বদাই প্রার্থনা ক'রে যাওয়া উচিত, কখনো নিরাশ হয়ে পড়া উচিত নয়" *(লুক ১৮:১)*। প্রার্থনা আমাদের জীবনের কেন্দ্রে প্রোথিত। এটি অনেকটা দৈহিক খাবারের মতো। খাবার যেমন নিয়মিত না খেলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়, আমরা কাজের শক্তি পাই না এবং আমাদের সবকিছু স্বাভাবিক ভাবে পরিচালিত হয় না। তেমনি ভাবে আমরা নিয়মিত প্রার্থনা না করলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন দুর্বল হয়ে পড়ে। একই ভাবে আমরা জীবনের উৎস হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "খাদ্য দেহের পক্ষে যত না গুরুত্বপূর্ণ, প্রার্থনা আমার পক্ষে তারচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" প্রার্থনা হলো শান্তি ও শক্তি লাভের ভূমিকাস্বরূপ এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথ। প্রার্থনা হলো আমাদের তথা পরিবার জীবনের শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠা করার উত্তম মাধ্যম। ঈশ্বরের সেবক পেট্রিক পেইটন বলেছেন, "যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সেই পরিবার একত্রে থাকে।" প্রার্থনার ফলে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্ভরতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিবারে সকল সুখ-দুঃখ ও কষ্টগুলো গ্রহণ করার শক্তি ও সাহস পাই।

প্রার্থনার ফল: "ঈশ্বরের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে প্রার্থনায় তোমরা যা-কিছু চাইবে, তোমরা তা পাবেই পাবে" *(মথি ২১:২২)*। প্রার্থনার ফল শান্তি, আনন্দ ও মিলন। প্রার্থনার তিনটি মৌলিক ফল বা প্রভাব রয়েছে। ঐশানুগ্রহতা বৃদ্ধি, আমাদের আকুল আবেদনের সাড়া পাওয়া এবং ঈশ্বরের সুমিষ্ট আনন্দরূপ অনুভব করা। সাধু টমাস আকুইনাস "প্রার্থনার অনুগ্রহকে মন্দের প্রতিকার, যাঞ্চনাসকল প্রাপ্তি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হিসেবে নির্দেশ করেছেন।" প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কৃপা, অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করি। প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক। প্রার্থনা হলো প্রভুর সান্নিধ্যে আনন্দে থাকা। সাধ্বী মাদার তেরেজা বলেছেন, "নীরবতার ফল প্রার্থনা, প্রার্থনার ফল বিশ্বাস, বিশ্বাসের ফল ভালোবাসা, ভালোবাসার ফল সেবা, সেবার ফল শান্তি।" প্রার্থনা আমাদের জীবনকে প্রাণবন্ত রাখে। প্রার্থনা জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে সহায়তা করে। প্রার্থনা জীবনে নতুন নির্দেশনা দান করে। তাই সাধু পল বলেছেন, "তোমরা নিত্যই আনন্দে থাক, অবিরত প্রার্থনা কর, আর যে কোন অবস্থায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও"! *(দ্র: ১ থেসালোনিকীয় ৫:১৬-১৮)*।

ঐতিহ্যগত কিছু প্রার্থনা: ক্রুশের চিহ্ন, প্রাতঃনিবেদন, প্রভুর প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়, প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র, দূত-সংবাদ, স্বর্গের রাণী, রক্ষক-দূতের নিকট প্রার্থনা, বিশ্বাসী নিবেদন, আশা নিবেদন, ভক্তি নিবেদন, অনুতাপ নিবেদন, ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা, মণ্ডলীর ছয় আজ্ঞা, পবিত্র জপমালা প্রার্থনা, প্রণাম রাণী, স্মরণ কর, খাওয়ার আগের ও পরের প্রার্থনা, প্রাহরিক প্রার্থনা, পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা, পবিত্র ক্রুশের পথ। খ্রিস্টমণ্ডলীর সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থনা হচ্ছে পবিত্র খ্রিস্টযাগ। এছাড়াও মণ্ডলীতে সারা বছর বিভিন্ন উপাসনা পালন করা হয়। পবিত্র সাক্রামেন্তের শোভাযাত্রা, মা-মারীয়ার শোভাযাত্রা, পবিত্র সাক্রামেন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা। বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীদের নভেনা প্রার্থনা ও পর্ব পালন। বিভিন্ন উদ্দেশ্য ঈশ্বরের কাছে ব্যক্তিগত, দলীয় বা সমবেত প্রার্থনা। সাধু আগস্টিন বলেছেন, "যে ভাল গান করে, সে দু'বার প্রার্থনা করে।" প্রার্থনা আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে জায়গা করে দেয়।

প্রার্থনার কিছু বিবেচ্য বিষয়: ১. নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা করা ২. নির্দিষ্ট স্থান বেছে নেওয়া ৩. প্রার্থনা করার ইচ্ছা ৪. সচেতন হয়ে প্রার্থনা করা ৫. প্রলোভনকে জয় করা ৬. প্রার্থনার সময়ে মনোযোগী হওয়া। ৭. প্রার্থনার উপকরণ সংগ্রহ করা ৮. প্রার্থনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ৯. গুরুর আশ্রয়ে সাধনা এবং প্রয়োজনে সাহায্য গ্রহণ করা ১০. অন্তরে ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করে যাওয়া ১১. বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীদের জীবনী পাঠ করা ১২. প্রার্থনার ফল নিয়ে নিরাশ না হওয়া ১৩. ঈশ্বরে ভরসা রাখা ১৪. প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তোলা ১৫. শুধু পাওয়ার জন্য প্রার্থনা না করা। আমরা যদি প্রার্থনা না করি তাহলে আধ্যাত্মিক জীবনে শুকিয়ে যাই। এজন্য সাধু ফ্রান্সিস দ্য সেলস বলেছেন, "প্রার্থনায় তুমি একশবার অন্যমনস্ক হলে একবার মনোযোগী হতে চেষ্টা কর। এটাই হলো সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থনা।" প্রার্থনা করার জন্য সময় ও নির্জনতা দরকার। কেননা প্রার্থনা আমাদের নির্জনতায় প্রবেশ করায়। আর নির্জনতায় ঈশ্বর আমাদের স্পর্শ করেন। প্রার্থনার জন্য তপস্যা দরকার এবং শান্ত হৃদয় প্রয়োজন। প্রার্থনা এক প্রকার যুদ্ধ, কষ্ট, বেদনার আর তা বুঝতে গেৎসিবাগানের প্রার্থনায়। ব্যক্তি হিসাবে প্রার্থনায় আমরা সব সময় শিক্ষানবিশ। প্রেরিতশিষ্যদের মতো বলতে হবে, "প্রভু আমাদের প্রার্থনা করতে শেখাও" *(দ্র: লুক ১১:১)*।

প্রার্থনার শক্তি: প্রার্থনা শক্তি মানুষের জীবনে প্রতিফলিত হয়। বিশপ ফুলটন জে. শীন বলেছেন, "জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে প্রার্থনার শক্তির চেয়ে এত শক্তিশালী ও এত সান্ত্বনাদায়ী আর কিছু নেই।" প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকি বলে ঈশ্বরের কাছ থেকে শক্তি লাভ করি। "সেই সময়ে যিশু প্রার্থনা করতে কাছের পাহাড়টিতে গেলেন।...... এরা সেখানে এসেছিল তাঁর উপদেশ শুনতে এবং নিজেদের সমস্ত রোগব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করতে। যারা অপবিত্র কোন বিদেহী আত্মার প্রভাবে পীড়িত ছিল তারাও এসে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগল। জনতার সকলেই তখন যিশুকে স্পর্শ করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল কেন না তাঁর মধ্য থেকে এমন-একটি শক্তি বের হত, যা তাদের সকলকেই রোগমুক্ত করত" *(দ্র: লুক: ৬:১২, ১৭-১৯)*। প্রার্থনা শক্তি নিরাময় দান করে, প্রার্থনা আশ্চর্য কাজ করতে পারে। প্রার্থনায় অনেক রোগী সুস্থতা লাভ করে। ডাক্তার ব্রাদার ব্রোডো রোগীদের বলতেন, "আমি শুধু ওষুধ দিতে পারি কিন্তু আরোগ্য দান করেন ঈশ্বর।"

প্রার্থনা হলো বিশ্বাস ও আশা। প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সাথে কথোপোকথন। প্রার্থনায় আমরা কি বলি তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ঈশ্বর আমাদের কী বলতে চান তা শোনা। প্রার্থনা হলো পরম আত্মার সাথে মানব আত্মার মিলন সাধনা। প্রার্থনা হলো নিজের অন্তর গভীরে ফিরে আসা। প্রেমময় ঈশ্বরের উপস্থিতি অন্তরে উপলব্ধি করা। প্রার্থনা হলো প্রভুর সান্নিধ্যে আনন্দে বিশ্রাম। প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা করা এবং সময় কাটানো। প্রার্থনা আমাদের জীবন পরিবর্তন করে দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমরাই প্রার্থনাকে পরিবর্তন করে দেই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা যেন প্রার্থনা করি। তাই আসুন ঈশ্বরের কাছে সর্বদা প্রার্থনা করি যেন প্রলোভনে না পড়ি। কাজেই প্রার্থনাই হোক আমাদের সকল কর্মের প্রেরণা ও চালিকা শক্তি। প্রার্থনার অমৃত রসেই সিক্ত হোক আমাদের সকল কর্মযোগ।

তথ্যসূত্র –

- বন্দ্যোপধ্যায়, সজল ও খ্রীস্তিয়াঁ মিংগো এস. জে. (সম্পাদিত): মঙ্গলবার্তা, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।
- ডি' রোজারিও, প্যাট্রিক, সম্পাদিত: কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ২০০০।
- গমেজ, ফাদার ফ্রান্সিস সীমা, সম্পাদিত: "পুণ্য উপাসনা", দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ১৯৯০।

রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
RANGAMATIA CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
[illegible]

সূত্র : আরসিসিসিইউলি: ম্যানেজার/২০২৩-২৪/০৬৬

তারিখ : ১৫/০৬/২০২৪

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর জন্য নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য স্থানীয় যোগ্য খ্রীষ্টান প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্র.নং.	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	মাসিক বেতন	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	চীফ অফিসার এডমিন কাম ফাইন্যান্স	০১	৩০ বছরের উর্দ্ধে	আলোচনা সাপেক্ষে	১। এম.এ/এম.বি.এ(হিসাব বিজ্ঞান) পাশ থাকতে হবে। ২। কম্পিউটার সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে। ৩। হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে ধারণা থাকতে হবে।
২	চীফ একাউন্টস্ অফিসার	০১	৩০ বছরের উর্দ্ধে	আলোচনা সাপেক্ষে	১। এম.এ/এম.বি.এ(হিসাব বিজ্ঞান) পাশ থাকতে হবে। ২। কম্পিউটার সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে। ৩। হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে ধারণা থাকতে হবে।

শর্তাবলী:-
১. পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
২. শিক্ষাগত যোগ্যতার ও অভিজ্ঞতার সনদ এর ফটোকপি, জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ
৩.সদ্য তোলা ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
৪. রাঙ্গামাটিয়া মিশনে স্থায়ীভাবে বসবাসরত হতে হবে।
৫.সমিতির প্রয়োজনে যে কোনদিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
৬.আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ,কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
৭. ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।
৮.খামের উপরে পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৯.প্রার্থীকে স্ব-হস্তে "ম্যানেজার" রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের লিঃ, ডাকঘর: রাঙ্গামাটিয়া কালীগঞ্জ, গাজীপুর বরাবরে আবেদন করতে হবে।
১০. এই আবেদনপত্র আগামী ১৫ জুলাই ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ বিকাল ০৫:০০ ঘটিকার মধ্যে রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এ পৌঁছাতে হবে।
১১. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন,স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
১২. কোন আবেদনকারী যদি পূর্বে কোন প্রতিষ্ঠান হতে চাকুরীচ্যুত হন, তাহলে আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
১৩. কোন আবেদনকারী যদি ঋণ খেলাপী থাকে তাহলে আবেদন করতে পারবে না।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রদান করা হল-
০১) চেয়ারম্যান/ সেক্রেটারী ব্যবস্থাপনা পরিষদ, আরসিসিসিইউলি:
০২) পর্যবেক্ষণ পরিষদ চেয়ারম্যান, আরসিসিসিইউলি:
০৩) চীফ অফিসার এডমিন কাম ফাইন্যান্স-আরসিসিসিইউলি:
০৪) রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী পাল-পুরোহিত
০৫)রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নোটিশ বোর্ড
০৬) অফিস কপি- আরসিসিসিইউলি:

ধন্যবাদান্তে,

যোসেফ ... রিবেরু
ম্যানেজার
আরসিসিসিইউলি:

বিজ্ঞ: ১৪২/২৪

প্রার্থনা ও খ্রিস্ট জুবিলী বর্ষ: ‘প্রভু আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান’

সাগর কোড়াইয়া

পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি রবিবার এই বছরকে প্রার্থনা বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি প্রার্থনা বর্ষ ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্ট জয়ন্তীর দ্বার উন্মুক্ত করে জনগণকে একটি আধ্যাত্মিক যাত্রায় সম্মিলিত করতে চান। যিশুর জন্মের ২০২৫ বছর পূর্তিতে সমগ্র পৃথিবী আশা ও আনন্দে ভরে উঠার অপেক্ষায় দিন অতিবাহিত করছে। পঁচিশ বছর পূর্বে খ্রিস্টের জন্মের দুই হাজার বছরের জুবিলীর প্রস্তুতিস্বরূপ তিনটি বছরে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলসুরের ওপরে ভিত্তি করে বাংলাদেশ মণ্ডলী জনগণকে পরিচালনা করেছে। মূলভাবগুলো ছিলো ‘খ্রিস্টে আমরা দীক্ষিত’ (১৯৯৭), ‘আত্মায় আমরা এক’ (১৯৯৮) এবং ‘পিতার দিকে যাত্রা’ (১৯৯৯)। তবে এই বছর পুণ্যপিতার প্রার্থনা বর্ষ ঘোষণা ও খ্রিস্ট জুবিলীকে ‘আশার তীর্থযাত্রা’ হিসাবে ঘোষণা করা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর তীর্থযাত্রাকে আরো ত্বরান্বিত করবে।

জুবিলী বা জয়ন্তী একটি কালের বা সময়ের পূর্ণতা ইঙ্গিত করে *(গালাতীয় ৪:৪)*। জুবিলী বা জয়ন্তী অর্থ হল তুরীধ্বনী বা আনন্দোৎসব *(লেবীয় ২৫:১০)*। এই আনন্দ পৃথিবীর সকল জাতি ও সকল মানুষের; যারা প্রতিনিয়ত স্বর্গের দিকে যাত্রা করছে। এই আনন্দ শুধু মনের অভ্যন্তরীণ আনন্দই নয় বরং অভ্যন্তরের সাথে বাহ্যিক আনন্দকেও প্রকাশ করে। খ্রিস্টমণ্ডলী আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ কারণ পরিত্রাণের বাণী ও ঐশ্যরাজ্যের পথ খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রার্থনা বর্ষে নানা ধরণের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপের পর খ্রিস্ট জুবিলী বর্ষ আমাদের এমন দিব্যদৃষ্টি দান করবে যা আমাদের জীবনকে প্রার্থনাময় করে তুলবে।

পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস খ্রিস্ট জুবিলীকে ‘আশার তীর্থযাত্রা’ হিসাবে অভিহিত করেছেন। ‘আশা’ হচ্ছে খ্রিস্টীয় গুণ। আশা আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। আশা করি বিধায় শত সমস্যার মধ্যেও এগিয়ে যাই। আশা আছে বলেই যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি কারণ আমরাও একদিন পুনরুত্থিত হবো। আশার কারণেই স্বর্গের দিকে যাত্রা আব্যাহত রয়েছে। আশা আছে বলেই নিশ্চিন্তে পদক্ষেপ ফেলি। আশাহীন জীবন মৃতপ্রায়। বর্তমান জগতে সব শ্রেণীর মানুষ নিরাশার মধ্যে জীবন যাপন করছে। পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আশার পরিবর্তে নিরাশা বিরাজমান। সন্তানদের প্রতি পিতামাতার আশা হারিয়ে যায়। কর্মক্ষেত্রে উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্মকর্তার মধ্যে আশার অভাবে প্রতিষ্ঠানের বেহাল অবস্থা দাঁড়ায়। তবে আগামী বছর যিশুর জন্ম জুবিলী উৎসব আমাদের আশার আলো দেখায়। আর সেই আলোতে খ্রিস্ট জুবিলীর দিকে যাত্রায় প্রার্থনা একটি বড় শক্তি।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার একটি শক্তি রয়েছে। প্রার্থনা হচ্ছে মন্ত্রের মতো। মন্ত্র যেমন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় কাজই করতে পারে তেমনি প্রার্থনা শুধুমাত্র ইতিবাচক ফলই ফলায়। প্রার্থনায় যদি কোন ফল উৎপাদন না হতো তাহলে বিশ্বে প্রতিদিন এত বিশ্বাসী মানুষ প্রার্থনা করতো না। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, ‘আমরা প্রার্থনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি; কিন্তু ঈশ্বর প্রার্থনা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন না’। আমাদের প্রার্থনা যেন হয় ‘অনবরত প্রার্থনা’। “আর সেই জন্যই আমি তোমাদের বলছি, প্রার্থনায় তোমরা যখন যা কিছু চাও, তখন বিশ্বাস কর যে, তোমরা তা পেয়েই গেছ” *(মার্ক ১১:২৪)*।

প্রার্থনা বর্ষের মূলভাব হচ্ছে ‘প্রভু আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান’ *(লুক ১১:১)*। আমাদের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে, পোপ ফ্রান্সিস কেনইবা জুবিলী বর্ষের আগের বর্ষকে প্রার্থনা বর্ষ ঘোষণা করেছেন? এর অর্থ কি এই যে, আমরা প্রার্থনা করতে জানি না? আসলে প্রার্থনায় আমরা প্রত্যেকেই শিক্ষানবিশ। আমরা কেউ একেবারেই প্রার্থনা শিখে ফেলি না। বরং প্রতিদিন প্রার্থনা করতে শিখি। যত প্রার্থনা করি ততই বুঝতে পারি যে, প্রার্থনা করতে জানি না। প্রার্থনায় আলাদা আনন্দ উপলব্ধি করতে হয়। হয়তোবা সারাদিন প্রার্থনা করছি কিন্তু আনন্দ নেই; শুধু নিয়ম রক্ষা হচ্ছে। তবে অনেকের এমনও অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, প্রার্থনায় কয়েক মুহূর্তের জন্য এক ধরণের আধ্যাত্মিক স্বর্গীয় অনুভূতির জন্ম হয়েছে যা সারা জীবনের প্রার্থনায় হয়নি। আসলে সত্যিকার প্রার্থনা হচ্ছে সেটাই।

প্রার্থনা আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে সহায়তা করে। তবে যখন ঈশ্বরে বিশ্বাসের চেয়ে ঈশ্বরকে অনুভব ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হই তখন তা বড় প্রার্থনা হয়ে উঠে। প্রার্থনা করা হচ্ছে একটি কাজ। তবে এর থেকেও উর্ধ্বে আমাদের উঠতে হয়। আমাদের জীবনকে প্রার্থনায় রূপান্তর করতে হয় সব সময়। যা হয়তোবা আমরা অনেকেই জানি না। জীবনে প্রার্থনার মধ্যে ঐক্যতান (Symphony of Prayer) থাকতে হয়। প্রার্থনাচরণ ও জীবনাচরণের মধ্যে ঐক্যতান আনতে না পারলে দুটি দুই দিকে চলতে থাকে। জোর করে হয়তোবা দুটির মধ্যে একতা আনার চেষ্টা করা যাবে তবে তা ভণ্ডামীর নামান্তর। তখন প্রার্থনা ও জীবনাচরণের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধতে বাধ্য। প্রার্থনালয়ে আমি যা করি তা যেন মানুষালয়ে একই চিত্র প্রকাশ করে।

প্রার্থনা কি; তা পোপ ফ্রান্সিস উল্লেখ করে বলেন, ‘প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকার বাসনা, ঈশ্বরের কথা শোনা এবং ঈশ্বরের আরাধনা। প্রার্থনা হচ্ছে খ্রিস্টবিশ্বাসীর বিশ্বাস, আশা ও সেবার জীবনের যন্ত্র’। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা অন্যের প্রতি মনোযোগী হই। অন্যকে স্বাগতম জানাই এবং যিশুর মতো দয়ালু হৃদয় নিয়ে অন্যের নিকট পৌঁছাই। আমাদের নিকট অনেকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রার্থনার আহ্বান জানান। হয়তোবা ব্যস্ততা বা অন্য কোন কারণে প্রার্থনা করতে ভুলে যাই। তবে যে কোন মুহূর্ত ও পরিস্থিতিতে সে ব্যক্তিকে স্মরণে আনা এক ধরণের প্রার্থনা হতে পারে। পুণ্যপিতা বলেন, ‘প্রার্থনা বর্ষে আমরা আরো বেশি নম্র হতে এবং প্রার্থনায় আরো বেশি সময় দিতে আহূত’।

প্রার্থনায় ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রভুকে এবং নিজেকে জানা যায়। প্রার্থনা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় থাকার জন্য কৃপা-আশীর্বাদ প্রদান করে। প্রার্থনায় আমরা পবিত্র আত্মাকে আমাদের জীবনকে আলোকিত করতে এবং কি করা উচিত তা নির্ধারণে সাহায্য করি। প্রার্থনা ছাড়া আমাদের কাজ ফলবিহীন এবং আমাদের বাণী প্রচারে কোন আত্মা থাকে না। কারণ প্রার্থনা হচ্ছে আমাদের আত্মা ও আধ্যাত্মিক জীবনের অক্সিজেন।

জুবিলী বর্ষ পালনের পূর্বের বছরটি প্রার্থনা বর্ষ হিসাবে ঘোষণা পোপ ফ্রান্সিসের বিচক্ষণতার পরিচয়কেই প্রকাশ করে। প্রার্থনা বর্ষ পালন করার মধ্য দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে জুবিলী বর্ষের দিকে আধ্যাত্মিক যাত্রা করছি। জীবনে প্রার্থনা না থাকলে খ্রিস্টের জুবিলী বর্ষ পালন অনর্থ বলেই মনে করি। কারণ প্রার্থনার মধ্য দিয়েই আমরা যিশুকে চিনতে পারি। জুবিলী পালনের প্রস্তুতিতে তাই আমাদের প্রধান কাজ হলো পাপ ও মন্দতা জয় করে মন পরিবর্তন করা। আর তা করতে গেলে প্রার্থনা ছাড়া অসম্ভব। আমাদের প্রস্তুতি হবে ঠিক শিষ্যদেরই মতো “প্রভু আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান”।

প্রার্থনা : ঈশ্বর ও নিজের সাথে মিলন সাধনা

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

প্রার্থনা ঈশ্বরের বন্দনা করা। "হে পিতা, স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমার বন্দনা করি" (মথি ১১:২৫ক)। প্রার্থনা ঈশ্বর ও নিজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। প্রার্থনাই জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলে। অবিরত ও নিয়মিত প্রার্থনাই ব্যক্তিকে শান্তি ও আনন্দ দিতে পারে। প্রার্থনা জীবনকে একত্রিত ও সম্মিলিত করে। প্রার্থনা বিহীন জীবন বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ। ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সাথে সংলাপ করি, তাঁর সাথে যুক্ত হই। যিশুর (ঈশ্বর) সাথে সংযুক্ত থেকে ফলশালী ও ফলপ্রসু হয়ে বৃদ্ধি লাভ করি ও আনন্দে জীবন যাপন করি। "আমি যেমন তোমাদের মধ্যে রয়েছি, তেমনি তোমরাও আমারই মধ্যে থাক। আঙ্গুর গাছের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল দিতে পারে না, তেমনি আমার সঙ্গে যুক্ত না থাকলে তোমরাও ফলশালী হতে পার না" *(যোহন ১৫:৪)*। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকি ও পরস্পরের সাথে মিলন ঘটাই।

প্রার্থনা:- প্রার্থনা বলতে আমরা বিশেষত কোন আবেদন, নিবেদন, চাওয়াকে বুঝে থাকি। প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ, কথোপকথন ও সংলাপ। মনের অভিব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরা। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি প্রভুর চরণে উৎসর্গ করা। প্রার্থনা হল অবিরত ও নিয়মিত সংযুক্ততা ও যোগাযোগ। আমরা যা কিছু বিশ্বাস করে আশায় বুক বেঁধে বেঁচে থাকি তা আমরা প্রার্থনায় উপলব্ধি করি; আর তা ভালোবাসায় সেবা কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করি। যিশু স্বর্গের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ স্তুতি জানিয়ে মানুষের ক্ষুধা নিবারনের জন্য আশীর্বাদের হাত বাড়িয়ে দেন *(দ্রঃ মার্ক ৬:৪১)*। প্রার্থনা বিশ্বাসের সঙ্গে আশীর্বাদ যাচ্না ও মঙ্গল কামনা করা এবং সেবার জন্য নিজের জীবন সমর্পণ করা। আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনা দেখতে পাই।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার প্রার্থনা, মিনতি প্রার্থনা:- আমরা দেখতে পাই স্বয়ং যিশু ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে মিনতি প্রার্থনা জানান। "আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে যিশু বলেন; পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ ব'লে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি অবশ্য জানতাম যে, তুমি সর্বদাই আমার প্রার্থনা শুনে থাক, তবে আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কথা ভেবেই আমি এই কথা বললাম, যাতে তারা বিশ্বাস করতে পারে যে, সত্যিই তুমি আমাকে পাঠিয়েছ" *(যোহন ১১:৪১-৪২)*। আমরা প্রতিনিয়ত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার ডালি প্রভুর চরণে নিবেদন করে আশীর্বাদ যাচ্না করি।

ব্যক্তিগত ও সমবেত/সম্মিলিত প্রার্থনা:- আমরা ব্যক্তিগত ও সমবেতভাবে প্রার্থনা নিবেদন করি ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ গ্রহণ করি ঈশ্বরের প্রশংসা করি ও নিজেকে ধন্য করি। যিশু নিজেই ব্যক্তিগত ও সমবেত/সম্মিলিত প্রার্থনা করতে বলেন ও প্রার্থনার গুরুত্ব তুলে ধরেন। "যখন তুমি প্রার্থনা কর, তুমি বরং তখন তোমার নিজের ঘরেই যাও, আর দরজা বন্ধ ক'রে তোমার পিতাকে ডাক, আড়ালে থাকেন যিনি। তাহলে তোমার পিতা, যিনি গোপন সবকিছু দেখতে পান, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন" *(মথি ৬:৬)*। একান্ত মনে ঈশ্বরের ও নিজের সঙ্গে সংযোগ ও যোগাযোগ স্থাপন ও আনন্দে জীবন যাপন করা।

সমবেত/সম্মিলিত প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসী ভক্তজনগণের সমাবেশ করে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিশ্চিত করে আমাদের নিবেদন পূরণের নিশ্চয়তা পাই। "তোমাদের মধ্যে দু'জন যদি এই পৃথিবীতে কোন কিছুর জন্যে একমন হয়ে প্রার্থনা জানায়, তাহলে স্বর্গে বিরাজমান পিতা তাদের সেই প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন" *(মথি ১৮:১৯)*। সমবেত/সম্মিলিত প্রার্থনায় শুধু মিনতি প্রার্থনা ও চাওয়া পূরণই হয় না, বরং স্বয়ং যিশু নিজেই আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকেন। "দু'তিনজন লোক আমার নামে নিয়ে যখন মিলিত হয় আমি সেখানেই আছি, তাদের মাঝখানেই আছি" *(মথি ১৮:২০)*। আমরা যেভাবেই প্রার্থনা করি না কেন, আমরা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করে আশীর্বাদ গ্রহণে ধন্য হই।

লিখিত ও কাঠামোগত প্রার্থনা:- মণ্ডলীতে ও প্রতিটি ধর্মেই কিছু লিখিত ও কাঠামোগত প্রার্থনা আছে। আমরা আদি মণ্ডলীর জীবন যাত্রা *(দ্রঃ শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭)* দেখলেই বুঝতে পারি ও পরিষ্কার ধারণা পাই প্রার্থনার ধারাবাহিকতা ও কাঠামো (খ্রিস্টযাগ, রোজারীমালা, আরাধনা, নভেনা ইত্যাদি) এবং সেই সাথে মণ্ডলীর লিখিত (বিশ্বাসমন্ত্র, প্রভুর প্রার্থনা, দূতের বন্দনা, ত্রিত্বের জয়, অনুতাপ নিবেদন ইত্যাদি) প্রার্থনা সমূহ। এইভাবে প্রার্থনা করে আমরা যেমন একটা শৃঙ্খলা বজায় রাখি তেমনি সমগ্র মণ্ডলীর মধ্যে সার্বজনীনতা ও একতা বজায় রাখা হয়। প্রার্থনাগুলোতে যেমন বাইবেলের ভিত্তি আছে ও মণ্ডলীর ঐতিহ্যের *(দ্রঃ মথি ৬:৯-১৪; লুক ১:২৮-৩৩)* সাথে আমাদের প্রয়োজনের তাগিদে লিখিত রূপ দেওয়া হয়েছে।

মৌখিক, নিরব ও সরব প্রার্থনা:- আমরা নিরবে, সরবে প্রার্থনা করে থাকি। আমাদের নিরব প্রার্থনাগুলো একান্ত নিজের মনে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের সাধনায় আত্মনিবেদন। আমরা অলিখিত/মৌখিক প্রার্থনা নিবেদন করে থাকি। নিজের মনের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা। যে কেউ যে কোন সময়ে ও যে কোনভাবে এই প্রার্থনা নিবেদন করতে পারে, যেমন করেছিল ফরিসি ও করগ্রাহক *(দ্রঃ লুক ১৮:১০-১৪)*। তবে ঈশ্বরই আমাদের মঙ্গল দেখে প্রার্থনা পূরণ করেন।

প্রার্থনার পূর্ণতা ও গুরুত্ব:- আমরা বিভিন্নভাবে প্রার্থনা উৎসর্গ ও নিবেদন করে থাকি। আমরা আবার বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যস্ততায় (মা মারীয়া ও সাধু-সাধ্বীগণ) ও সহায়তায় (বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছে) প্রার্থনা নিবেদন করতে পারি। সমস্ত প্রশংসা আরাধনা (পূজা) ও গৌরব ও মহিমা প্রভুরই (ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর)। আমরা মা মারীয়া ও সাধু-সাধ্বীদের নামে প্রার্থনা করি না, তাদের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করি। সমস্ত প্রার্থনা যিশুর নামে ও তাতেই পূর্ণতা *(দ্রঃ যোহন ১৬:২৩-২৮)*। তাঁরই দ্বারা, তাঁরই সঙ্গে ও তাঁরই মধ্যে সমস্ত প্রার্থনা নিবেদন ও পূরণ হয়ে থাকে। "দু'তিনজন লোক আমার নামে নিয়ে যখন মিলিত হয় আমি সেখানেই আছি, তাদের মাঝখানেই আছি" *(মথি ১৮:২০)*। যিশুর নামেই সব প্রার্থনা পূরণ হয়। তাই বিশ্বাসীর জীবনে প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম।

ক) এক ও মিলিত হওয়ার জন্য:- প্রার্থনা

আমাদের এক ও মিলিত করে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বর, নিজের ও একে অন্যের সাথে মিলন সাধন করি। “আমি চাই, সকলেই যেন এক হয়ে ওঠে। পিতা, তুমি যেমন আমার মধ্যেই আছ আর আমি রয়েছি তোমারই মধ্যে, তারাও যেন তেমনি আমাদেরই মধ্যে থাকে, তেমনি এক হয়েই থাকে” *(যোহন ১৭:২১ক)*। যিশু জগতের সবার জন্য পিতার কাছে নিবেদন করে প্রার্থনা জানিয়েছেন যাতে করে সবাই এক হয়ে আনন্দে বিশ্বাস ও আশায় জীবন যাপন করে। প্রার্থনা এমনই এক শক্তিশালী প্রক্রিয়া ও মাধ্যম যা আমাদের যুক্ত ও মুক্ত করে।

খ) প্রলোভন থেকে রক্ষা:- আমরা রক্ত মাংসের মানুষ অতীব দুর্বল। অতি সহজেই প্রলোভনে পড়ি ও পাপের পথে বিচরণ করি। তাই প্রলোভন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি। “তোমরা জেগে থাক ও প্রার্থনা কর, যাতে প্রলোভনে না পড়” *(মথি ২৬:৪১ক)*। প্রার্থনা আমদের প্রলোভন থেকে রক্ষা করে বিশ্বাস ও দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

গ) মন পরিবর্তনের জন্য:- আমরা মন পরিবর্তন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করি। যিশুও তাঁর প্রচারের শুরুতে মন পরিবর্তনের আহ্বান করে মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস করতে আহ্বান করেছেন। “তোমরা মন ফেরাও: তোমরা মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর” *(মার্ক ১:১৬)*। স্বয়ং ঈশ্বর আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন; আমার জনগণ, যারা আমার নিজের নাম অনুসারেই অভিহিত, তারা যদি বিনম্রভাবে প্রার্থনা করে, আমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করে ও তাদের কুপথ থেকে ফেরে, তবে আমি স্বর্গ থেকে তা শুনব, তাদের পাপ ক্ষমা করব ও তাদের দেশ নিরাময় করব” *(২য় বংশাবলী ৭:১৪)*। আমরা অন্যায়ের পথ পরিহার করে ঈশ্বরের কাছে পরিবর্তনের জন্য বিনতি প্রার্থনা করি। কারণ যিশু বলেন; “তোমরা চাও, তোমাদের দেওয়া হবে, খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও তোমাদের জন্যে দরজাটি খুলেই দেওয়া হবে” *(লুক ১১:৯)*। আমরা ভরসা নিয়ে আমাদের জন্য অবিরত প্রার্থনা করি। তাই নিয়মিত ও অবিরত প্রার্থনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার:- “তোমরা নিত্য আনন্দেই থাক, অবিরত প্রার্থনা কর আর যে কোন অবস্থায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও। খ্রিস্ট-যিশুর আশ্রয়ে তোমরা যে ওই সবকিছু করবে, ঈশ্বর তো তা-ই চান” (১ থেসালোনিকীয় ৫:১৬-১৮)। আমরা অবিরত প্রার্থনা করি যাতে বিশ্বাসের আনন্দে জীবন যাপন করে তাঁরই চরণে নিজেদের নিবেদন করি। “এখন তোমরা কোন কিছুতেই চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের যা-ই ঘটুক না কেন, তোমরা বরং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও মিনতি জানিয়ে, আর সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও জানিয়ে তাঁর কাছে ব্যক্ত কর তোমাদের যা-কিছু আবেদন” *(ফিলিপ্পীয় ৪:৬)*। আমাদের সমস্ত আবেদন নিবেদন ও কৃতজ্ঞতা প্রভুর কাছে তুলে ধরি। তাই নিরাশ না হয়ে অবিরত নিজের সবার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা একান্তভাবেই দরকার। কেননা; “তোমরা চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও তোমাদের জন্যে দরজাটি খুলেই দেওয়া হবে” *(মথি ৭:৭)*। প্রার্থনা আমাদের নিয়মিত ও অবিরত যোগাযোগের মধ্য দিয়ে পারস্পারিক সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখে যা আমাদের নিত্যদিনের দায়িত্ব পালনেও সাহায্য করে। ❧

জাপানে জব ভিসার অপূর্ব সুযোগ

Specified Skilled Worker (SSW)

নার্সিং ও কৃষি কাজে জাপানে লোক নিয়োগ চলছে।
নার্সিং ডিগ্রী ধারী ও HSC পাশ নারী ও পুরুষ প্রার্থীরা অতি সত্বর যোগাযোগ করুন।
স্বল্প সময়ে উক্ত ভিসায় জাপানে যাবার অপূর্ব সুযোগ।

অন্যান্য ক্যাটাগরি ভিসা

হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট, ফেক্টরী ওয়ার্কার, শপিং মল — বয়স : ২৫ থেকে ৪৪
ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি পাশ — প্রসেসিং টাইম : ৪-৫ মাস
স্থায়ীভাবে বসবাস ও নাগরিকত্ব পাবার সুযোগ রয়েছে।
মাসিক বেতন : দুই হতে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত।
বি. দ্র: জাপানে Business Manager ভিসাতে গিয়ে নিজ ও সপরিবারে বসবাসের সুযোগ রয়েছে।
সীমিত সুযোগ । আগ্রহী ব্যক্তিগণ অতি সত্তর যোগাযোগ করুন।

Student Visa: Canada, Australia, USA, UK, Schengen Countries, Japan, South Korea তে Study Visa প্রসেস করছি।
Visit Visa: আমরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে Canada,Australia, USA, UK, Japan ও ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ সমূহের ভিজিট ভিসা প্রসেস করছি (No Visa, No Payment চুক্তি ভিত্তিতেও আমরা কাজ করি)।
Work Permit Visa: জাপান, রোমানিয়া, মাল্টা, ইতালি, পোল্যান্ড, সার্বিয়া, মেসিডোনিয়াসহ আরো বেশ কয়েকটি ইউরোপিয়ান দেশের Work Permit ভিসা প্রসেসিং করা হয়।

আমরা Student Visa ও Visit Visa-র জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
বি. দ্র.: বর্তমানে স্বপরিবারে Canada-Australia ও USA যাবার সুবর্ণ সুযোগ চলছে।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS
Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E, Block-J, Baridhara, Dhaka-1212
+88 01894-767125
+88 01911-052103
globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ: ১৪৪/২৪

শান্তির জন্য প্রার্থনা

(Prayer for Peace)

পোপ ফ্রান্সিস

বঙ্গানুবাদঃ ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

হে শান্তির প্রভু ঈশ্বর, আমাদের প্রার্থনা শোন।
আমরা অনেক অনেক বার
এবং অনেক বছর ধরে
আমাদের নিজেদের শক্তিতে ও অস্ত্রের জোরে আমাদের দ্বন্দ্ব সমাধানের চেষ্টা করেছি।

আমরা কত শত্রুতা ও অন্ধকারের মুহূর্তগুলো উপলব্ধি করেছি;
কত যে রক্তপাত হয়েছে;
কত যে জীবন চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে;
কত যে আশা কবরে দেওয়া হয়েছে...
আমাদের কত যে প্রচেষ্টা বৃথা হয়ে গেছে!

হে প্রভু, এখন আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসো
আমাদের শান্তি দাও, আমাদেরকে শান্তিতে বাস করতে শেখাও,
শান্তির পথে আমাদেরকে পরিচালিত কর।
আমাদের চোখ ও আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে দাও,
এবং আমাদেরকে বলতে সাহস দাওঃ "আর কখনো যুদ্ধ চাই না!"
"যুদ্ধের সাথে সব কিছুই নিঃশেষ হয়ে যায়।"
শান্তি অর্জনের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিতে আমাদের অন্তরে সাহস জাগিয়ে তোল।

হে আব্রাহামের ঈশ্বর, প্রবক্তাদের ঈশ্বর, প্রেমের ঈশ্বর
তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ এবং আহ্বান করেছ যেন আমরা ভাইবোনের মত বাস করি।
শান্তির হাতিয়ার হতে প্রতিদিন আমাদের শক্তি দান কর;
যারা ভাইবোনের মত আমাদের পথ অতিক্রম করছেন,
তাদেরকে দেখতে আমাদের সক্ষম করে তোল।

আমাদের নাগরিকদের কাতর মিনতির প্রতি আমাদের সংবেদনশীল করে তোল
যারা আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রগুলো শান্তির হাতিয়ারে পরিণত করতে উদ্বুদ্ধ করে,
যারা আমাদের হৃদকম্পনকে আত্মবিশ্বাসে পরিণত করে,
এবং আমাদের বিবাদকে ক্ষমায় পরিণত করে।

আমাদের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়ে রাখ,
যাতে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সাথে
আমরা সংলাপ ও পুনর্মিলনের পথ বেছে নিতে পারি।
এভাবেই যেন শেষ পর্যন্ত শান্তি জয় লাভ করে।
এবং "বিচ্ছেদ", "ঘৃণা" ও "যুদ্ধ" এই শব্দগুলো যেন
প্রত্যেক নরনারীর হৃদয় থেকে নির্বাসিত হয়।

হে প্রভু, আমাদের জিভ ও হাতের হিংস্রতা নিষ্ক্রিয় করে দাও।
আমাদের হৃদয় ও মন নবীকৃত করে তোল,
যাতে "ভাই" শব্দটি আমাদেরকে সর্বদা একত্রিত করে,
এবং আমাদের জীবনে সর্বদা বিরাজ করবেঃ শালোম,শান্তি, সালাম!
আমেন।

মানবিক সাহায্যের আবেদন

শ্রদ্ধাভাজন স্বহৃদয়বান ব্যক্তিবর্গ,

নমস্কার জানবেন! যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমার বাবা, জেমস্ ওয়ার্ডসন মধু, বিগত ১০ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ ব্রেইন স্ট্রোক করেন। তার মস্তিষ্কের শিরা ছিড়ে মস্তিষ্কের একটি বড় অংশ জুড়ে রক্ত জমাট বাঁধে। পাশাপাশি তার দেহের বাম পাশ সম্পূর্ণ প্যারালাইজড্ হয়ে যায়। বর্তমানে তিনি পুরোপুরি শয্যাশায়ী। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। বাবার ব্রেইন সার্জারী করে রক্ত অপসারণে প্রায় ১৮-২০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। বর্তমানে তাকে বিবিধ দামী ঔষধ এবং থেরাপি প্রদান করা হচ্ছে। যা বেশ ব্যয়বহুল। এমতাবস্থায়, আমাদের স্বল্প আয়ের মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে বাবার দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা ব্যয় চালানো খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবার নিরুপায় হয়ে সমাজের সকল হৃদয়বান ব্যক্তি ও শুভাকাঙ্খীদের নিকট আমার বাবার ভবিষ্যৎ চিকিৎসা ব্যয় চালানোর জন্য আর্থিক সহযোগিতা কামনা করছি। সর্বোপরি, মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট আমার বাবার দ্রুত সুস্থতা ও আমাদের পরিবারের জন্য বিশেষ প্রার্থনা কামনা করছি।

আর্থিক সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা:

ক)
Bank A/C No. 1555103669994001
A/C Name: Dominic Pinku Modhu
Routing No: 060260680
BRAC BANK LTD. Banani 11 Branch, Dhaka
Bkash No: 01674351019 (Personal)

খ) রেভা. ফাদার প্রশান্ত টি. রিবেরু
পাল-পুরোহিত
কাফরুল ধর্মপল্লী

[বিঃ দ্রঃ ৮ জুন,২০১৪ খ্রিস্টবর্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস পুণ্যভূমিতে তীর্থ উদযাপনের সময় পুণ্য ভূমিতে শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে সবাইকে অনুরোধ করেছিলেন। সেই উৎসবের ১০ম বর্ষপূর্তি স্মরণে ভাটিকান কর্তৃক তা প্রকাশিত]

Source:https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-06/pope-at-invocation-war-cannot-resolve-problems-and-bring-peace.html

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2023-2024/852 Date: 25th June, 2024

Divine Mercy Nursing Institute
Mothbari, Ulokhola, Nagori, Kaliganj, Gazipur, Bangladesh

Of The Christian Co-operative Credit Union Ltd. Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A East Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka-1215

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an experienced and self-motivated "**Principal**" for Divine Mercy Nursing Institute to ensure the delivery of high-quality nursing education and preparing students for successful careers in healthcare sector.

Position: Principal

Key Job Responsibilities:

- Oversee day-to-day operations across the Institute by providing effective leadership, supervision and a safe environment for all students and employees and ensure overall excellence.
- Develop and implement policies, regulations, protocols, internal controls, procedures and guidelines to ensure the smooth functioning of the college by providing strategic leadership and to ensure that all students are supervised in a safe learning environment that meets the approved curriculum as per regulatory and government standards/practices.
- Design and update the nursing curriculum to meet the educational standards and requirements. Collaborate with faculty members to develop relevant and up-to-date courses that align with industry trends and best practices.
- Recruit and evaluate faculty members and staff.
- Provide guidance and support to ensure effective teaching and learning. Promote high standards and expectations for professional development and suggest opportunities for faculty and staff to enhance their skills and knowledge.
- Oversee student affairs, including admissions, enrollment, and student support services. Ensure that students have access to all necessary resources and support systems to succeed academically and personally. In addition, also address student concerns and maintains a positive learning environment.
- Ensure that the nursing college meets accreditation standards and regulatory requirements by conducting regular assessments and evaluations to monitor the quality of education and implement improvements as needed.
- Represent the nursing institute in the community and fosters partnerships with healthcare organizations, professional associations, and other stakeholders. Promote the institute's reputation and collaborate on initiatives that benefit students and the nursing profession.
- Responsible for financial management, including budget planning and resource allocation. Ensure that the college operates within its financial means and maximizes resources to support educational programs and services.
- Manage, evaluate and supervise effective and clear procedures for the operation and functioning of the extracurricular activities, discipline systems to ensure a safe and orderly climate, building maintenance, program evaluation, personnel management, office operations, and emergency procedures.
- Allocate teaching responsibilities to the academic staff as agreed by the Principal and in the academic board.
- Manage and maintain the property assets, including all other facilities of the Nursing Institute and to be aware of and comply with all Health and safety regulations as directed by the government.
- Serve as a credible and compelling spokesperson for the Institute.

Educational Requirements:
- Must have B.Sc/M.Sc in Nursing/Masters in Public Health (MPH)
- Candidates having professional certifications in Nursing/Health care will get preferences.

Experience Requirements:

Minimum 05 years of experience as Principal/Vice Principal in any reputed Nursing Institute/Medical college

Additional Requirements:
- Age 40-50 years.
- Only females are allowed to apply.
- Must have Computer skills. Should have knowledge in operating Microsoft Office Package.
- Should be able to lead and guide a large team of professionals.
- Strong analytical and financial reporting expertise.
- Expert in oral/written communication with necessary interpersonal skills.
- Logical thinking with capability to problem solve and to act decisively.
- Strong leadership abilities and the capability to motivate a team.
- Flexibility with an emphasis on delivery and growth with a proven track record of achieving results.

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Employment Category: Contractual
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures:	Address:
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by **10 July, 2024.**	**The Chief Executive Officer** **The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka** Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/

The position applied for should be written on top right corner.

বিজ্ঞ: ১৪৮/২৪

গল্প

স্টেশন

সাগর জে. তপ্ন

রাস্তায় হাঁটছি একা। একজনকে বলেছিলাম সঙ্গে আসার জন্য। রাজি হয়নি। কি করবো। নিজে রাজি না হয়ে পারলাম না। যেহেতু আমাকেই বলা হয়েছে যে টিকিটটা কেঁটে নিয়ে আসতে। পাঁচদিন আগে টিকিট না কাটলে টিকিট পাওয়া দুষ্কর হয়ে যাবে। ট্রেনের টিকিট। ঢাকা থেকে রাজশাহী। আমাকে প্রায়ই টিকিট কাটতে হয়। যদিও ট্রেন থামে এয়ারপোর্টে এবং সেখানেই গিয়ে ট্রেনে উঠতে হয়। তবুও ট্রেনের টিকিট বনানীতেই পাওয়া যায়। আমার জন্য নয়। আমাদের এখানে পড়াতে আসা প্রফেসরদের জন্য টিকিট। তাঁরা রাজশাহী থেকে আসার আগেই আমাকে অগ্রিম টিকিট কাটতে হয়। রাস্তায় হাঁটছি আর ভাবছি সঙ্গে বন্ধুটি আসলে হয়তো ভালো হতো। গল্প করে করে কিছু সময় কাটানো যেতো যাওয়ার রাস্তায়। মাথার উপর খাঁড়া রোদ। সূর্য মামার বিদঘুটে হাসি অসহ্য মনে হচ্ছে আমার কাছে। দুপুর রোদে হাঁটার সময় এমনিতেই বিরক্তকর মনে হয়; আবার ঠিক দুপুর খাওয়ার পর। চোখে ঘুম ঘুম ভাব থাকতেই এলোমেলো করে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম স্টেশনে। বেশ ভিড়। টিকিট কাউন্টারে। টিকিট কাটতে অন্যদের সাথে আমিও লাইনে দাঁড়ালাম। আমিই সবার পিছনে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পাশে বসা এক তরুণীকে। সুন্দর সাজগোজ করা। কপালে টিপ। মুখে লিপিস্টিক। গায়ে একটি সুন্দর শাড়ি। তবে সবগুলোই কেমন জানি পুরনো লাগছে আমার কাছে। পুরনো শাড়ি, পুরনো লিপিস্টিক, পুরনো টিপ। সবার পিছনে যেহেতু লাইনে দাঁড়িয়েছি সেহেতু এদিকে ওদিকে পিছনে তাকানোর সুযোগ পাচ্ছি। মেয়েটি আমার দিকেই তাকিয়ে হাসছে বলে মনে হয়। কারণ তার তাকানোর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম আমাকে ছাড়া আর কারও দিকে তার দৃষ্টি নেই। আমিও তার হাসির প্রতিত্যুরে হাসলাম। আমি টিকিট কেটে আসবো বলে ফেরার পথে পা বাড়ালাম। দেখি মেয়েটি আমার যাত্রা পথে তাকিয়েই আছে। ভাবলাম কেমন মেয়েরে বাবা, কোন দিন পুরুষ মানুষ দেখেনি নাকি। আরও তো অনেক মানুষ রয়েছে। তাদের দিকে না তাকিয়ে কেবল আমার দিকেই কেন তাকিয়ে আছে। যদিও মনে মনে এসব ভাবছি তবু মনের কোন এক কোণে কেমন জানি কিসের শিহরণ খেলে যাচ্ছে। চলে আসার আগে আরেকবার তার দিকে তাঁকালাম, দেখি আমার দিকে তাকিয়ে আরেকবার হাসলো মেয়েটি। বাহঃ কি দারুণ লাগছে মেয়েটিকে। মৃদু বাতাসে তার চুলগুলো ভাসছে। আশ্চর্য! এতোক্ষণ সেখানে এতো কাছাকাছি ছিলাম তবুও তার বাতাসে ওড়া চুলগুলোকে খেয়াল করলাম না। কেমন জানি লাগছে। আরেকটু দেরি করে টিকিটটা কাটলে মনে হয় ভাল হতো। আরো কিছুক্ষণ স্টেশনে থাকলে ভালো হতো। বেলা তিনটার দিকে ফিরলাম। স্টেশন থেকে আসলাম ঠিকই কিন্তু মনের ভিতর থেকে সেই চেহারা, সেই হাসি কোথায় কোথায় যে ঘুরে ফিরেই আসছে। পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে গেলাম। এমনকি রাতেও কেমন করে জানি সেই মেয়েটিকে স্বপ্নে দেখলাম। দেখলাম মেয়েটি স্টেশনের ওপাশে রেল-লাইনের পথ ধরে হাঁটছে। বাতাসে সেই চুলগুলো উড়ছে। শাড়ির আঁচল ধরে আছে আর তা পতাকার মত পতপত করে শব্দ করে উড়ছে। এবার তার হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তার হাসির শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গে। দেখি ভোর হয়েছে। একবার না, দু'বার না। এরকম পর পর চারদিন তাকে স্বপ্নে দেখলাম। সেই একই শাড়ি, একই লিপিস্টিক, একই টিপ পরা মেয়েটিকে। ভাবলাম মেয়েটি আমার স্বপ্নের কোন একটি অংশ স্থান করে নিচ্ছে। এভাবে করেই একটি সপ্তাহ কেটে গেল। বুধবার। আবারও টিকিট কাটতে যেতে হবে। এবার আর কাউকে বলিনি সঙ্গে যেতে। বললে হয়তো যেতো। ইচ্ছে করেই বলিনি। দুপুরের খাওয়ার পর পরই রওনা হলাম স্টেশনের দিকে। হাঁটছি আর ভাবছি সেই দিনের কথা। ইশ্ আজ যদি আবার মেয়েটি স্টেশনে থাকে। কিন্তু। থাকলে কি কথা বলবো। নাকি বলবো না। স্টেশনে তার না থাকারই কথা। সে তো আমার মতো অন্যের জন্যে টিকিট কাটতে আসে না। আবার যদি থাকে। তবে.....। সে কি রাতে যারা বের হয় তাদের মতো নাকি! ছিঃ কি যা-তা ভাবছি। তার হাসি দেখেতো তা মনে হয় না। সে ওদের মতো নয় । তার হাসির মধ্যে একটা নির্মলতা আমি সেদিন দেখেছি। কি নির্মল, শান্ত সেই হাসি। তার বসার ভঙ্গিটাতো ওদের মতো মনে হয়নি। না। সে না থাকলেও তেমন কিছু মনে হবে না। কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আজও তার দেখা পাবো। সেই একই রকম। একই ভঙ্গিতেই। বেশ তাড়াহুড়ো করেই আমি স্টেশনে পৌঁছলাম। আজ স্টেশনে তেমন ভিড় নেই। প্রায় বিশজন মানুষ হবে হয়তো যারা টিকিট কাটতে এসেছে আমার মতো। না। হতাশ হতে হলো। কোথাও কাউকে দেখতে পেলাম না। মানে সেই মেয়েটিকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। কি আর করার! লাইনে দাঁড়ালাম। টিকিট কাটতে। এবার আর পিছনে না মাঝখানে। আমার পিছনে আরো পাঁচজন রয়েছে। ভাবছিলাম মেয়েটি থাকলে আজ ইচ্ছে করেই পিছনে দাঁড়াতাম। বেশ ভালো করেই দেখতাম মেয়েটিকে। দেখতাম তার শাড়ি, তার লিপিস্টিক তার কপালে নৌকার আকারে বড় টিপ। টিকিট কাটা শেষ। ফিরে আসবো ভাবছি। শেষবার দেখার জন্য পাশে তাকালাম। আশ্চর্য! মেয়েটি বসে আছে। সেই আগের জায়গায়। কখন এলো, কখন বসলো এখানে। আমি কি সত্যি দেখছি নাকি স্বপ্ন দেখছি। জোরে করে চিমটি কাটলাম নিজের হাতেই। এতো জোরে চিমটি কাটলাম যে ব্যাথায় নিজেই জোরে উ' করে উঠলাম। পাশের বেশ কয়েকজন আমার দিকে তাকাতেই ইঙ্গিতে বোঝালাম তেমন কিছু হয়নি আমার। দেখলাম মেয়েটি আমার দিকেই তাকিয়ে হাসছে। সেই একই শাড়ি, একই লিপিস্টিক, একই ধরণের টিপ। তার দিকে তাকাতেই আমার মনটা অবঁশ হয়ে গেল। আমার মনে হলো মেয়েটির অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাকে বশ করছে। শুনেছি কোন কোন মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় কোন কোন মেয়েদের সপ্তম ইন্দ্রিয়ও রয়েছে যার প্রভাবে একটি পুরুষকে সহজেই বশ করে নিজের করতে পারে। এখন যে মেয়েটিকে দেখছি সে এই ধরণের মেয়ে। আমার মনে মেয়েটি আমাকে বশ করে ফেলছে তার চাহনীতে, তার হাসিতে। আমার মধ্যে কেমন জানি দ্বিধাবোধ জেগে উঠলো। আমি কি যাবো তার কাছে নাকি যাবো না। গিয়ে কি জিজ্ঞেস করবো যে কেন তুমি এতো দেরি করলে? তোমার অপেক্ষাতে আমি এতোক্ষণ ছিলাম। তোমাকে আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখি। তুমিও কি আমাকে তোমার স্বপ্নে দেখতে পাও? কিন্তু পাশে থাকা মানুষদের কথা চিন্তা করে আর মেয়েটির দিক থেকে কি ধরণের উত্তর আসতে পারে ভেবে অনেক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভাবলাম, যদি গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি কি নাম, কোথায় থাকে, তাকে দেখতে ভাল লাগে, আর আমার স্বপ্নের কথা। ইত্যাদি। কেমন জানি মনে হলো, আমার অগ্রসর তার কাছে যদি হ্যাংলামি মনে হয়। তবে। আমাকে যদি অপমান করে বসে। তাহলে। এসব চিন্তা করে আর আমার সাহস হলো না তার কাছে যাবার। বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর আমি তার সৌন্দর্যটাকে নিয়েই ফিরে আসি। ফিরে আসার পর আবারও একই ঘটনা। প্রায়ই তাকে আমার স্বপ্নে দেখতে পাই। সেই একই ধরণের। পরের বুধবার..যত তাড়াতাড়ি পারা যায় দুপুরের খাবারটা খেয়েই রওনা দিলাম স্টেশনের দিকে। সেখানে পৌঁছেই আমি চারিদেকে তাকালাম সে নেই। আশেপাশে কোথাও নেই। স্টেশনে হাতে গোনা পাঁচজন ছাড়া আর কেউ নেই। দূরে একটা জটলা দেখা যাচ্ছে। বেশ কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছে। স্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞেসা করলাম ওখানে কি হয়েছে। কেন এতো মানুষের ভিড় ওখানে। স্টেশন মাষ্টার উত্তর দেবার আগেই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বলল.. আরে ভাই, দেশে পাগল-পাগলীতে ভরে গেছে। ওই যে ওই বস্তির এক পাগলী ট্রেনে কাটা পড়ে

মারা গেছে। কথাটা শোনা মাত্রই আমার ভিতরটা কেমন জানি ছ্যাঁৎ করে উঠলো। একজন ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছে। আবার সে নাকি পাগলী। কেমন জানি আমার হাত-পা গুলো অবশ হয়ে এলো। স্টেশন মাষ্টার বলে উঠলো আরে ভাই ওই যে সুন্দর করে ছেঁড়া শাড়ি পরে, ঠোঁটে লিপস্টিক, কপালে টিপ দিয়ে যে পাগলীটি ওই যে ওই কোণায় বসে থাকতো, দেখেননি? ওই পাগলীটাই মারা গেলো। আজ তো বুধবার। সে আবার বুধবার ছাড়া এখানে অন্য কোন দিন আসতো না। বুধবারে নাকি সে কার জন্য যে এখানে আসতো জানি না। শুধু বলতো কোন একজনের জন্য নাকি এখানে বুধবারেই আসতো। পাগলীদের কথা। পাগলামী। কথাটা শুনে আর আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। পড়ে যাব যাব বলে মনে হচ্ছে। নিজের জন্য টিকিট কাটতে হলে আজ কাটতাম না। পরের টিকিট। তাই বাধ্য হয়েই কাটতে হলো। সেই মেয়েটির কথা স্মরণ করে আমার হৃদয়ে কোন একটা জায়গায় চিন চিন করে উঠলো। মানুষের হার্ট অ্যাটাক হলে কেমন ব্যাথা করে জানি না। কিন্তু আমার হৃদয়ের গহীনে সেই ব্যথাটি মনে হয় তারও চেয়ে কয়েক'শ গুণ বেশী বলে মনে হচ্ছে। কি করবো সেখানে সেই লাশ হয়ে যাওয়া মেয়েটিকে দেখতে যাবো নাকি বাসায় ফিরে যাবো। কেমন জানি মনে হলো মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম কি না! হয়তো বা। নয়তো এমন অনুভূতির বিচ্ছুরণ গোটা হৃদয়-মনে অনুভব হতো না। অজান্তেই যে ভালোবাসার সূচনা ঘটেছিল অজান্তে-নিভৃতে সেই ভালবাসা'র সমাপ্তি রচনা হলো। ঠিক যেন সকালের শিশিরটা সূর্য উঠতে না উঠতেই কোথায় যে মিলিয়ে গেল। হাতে টিকিটটা নিয়ে বেশ কিছুদূর এগিয়ে আবার পিছন ফিরে তাকালাম। সেই জায়গাটিতে । যেখানে সে প্রত্যেক বুধবার বসে অপেক্ষা করতো। সেখানে কেউ নেই। ফাঁকা। ঠিক যে আমার হৃদয়ের মতো।

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

জর্জ ওয়াশিংটন

১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই আমেরিকার ১৩ টি কলোনি বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষনা করে। তবে সঙ্গে সঙ্গেই তারা স্বাধীনতা অর্জন করে নাই। তাদের দীর্ঘ সাত বছর সংগ্রাম ও যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটনকে কনটিনেন্টাল আর্মির কমাণ্ডার করা হয়। তাদের কোন প্রশিক্ষিত আর্মি ছিল না। কন্টিনেন্টাল আর্মি মূলত মিলিশিয়ার মত একটি দল ছিল। তারা বৃটিশ শাসন ও তাদের অতিরিক্ত ট্যাক্সে বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে। জর্জ ওয়াশিংটন ভার্জিনিয়ায় বড় কোন স্কুল কলেজে শিক্ষার সুযোগ পান নাই, তিনি গৃহে স্বশিক্ষিত ছিলেন। তিনি সামান্য শিক্ষায় ভূমি জরিপ কাজ শিখেছিলেন। ভার্জিনিয়ার ভূমি, বন-জঙ্গল, নদীনালা এবং আবহাওয়া সম্পর্কে ভাল ধারণা ছিল। তিনি বৃটিশ আর্মিতে যোগদান করেন এবং বৃটিশদের পক্ষ নিয়ে ফ্রান্স এবং আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তার ছিল অদম্য সাহস এবং শক্তিশালী বৃটিশ আর্মির বিরুদ্ধে, যুদ্ধে ও যুদ্ধ পরিকল্পনায় পারেদর্শীতার প্রমান দেন। তার অশিক্ষিত দুর্বল বাহিনী নিয়েই তিনি বোস্টনে বৃটিশ বাহিনীকে, পরাস্ত করে, বৃটিশ আর্মিকে বোস্টন শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেন। বৃটেনের রাজা তৃতীয় জর্জ আমেরিকানদের শায়েস্তা করার জন্য ৩৫০ টি বিশাল রনতরী ও ৩২ হাজার প্রশিক্ষিত সৈন্য নিউইয়র্ক বন্দরে প্রেরণ করেন। জর্জ ওয়াশিংটন তার কন্টিনেন্টাল আর্মি নিয়ে, বৃটিশদের সাথে পেড়ে উঠেন নাই, ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ নভেম্বর লং আইল্যান্ডে পরাজিত হন। এর পরে জর্জ ওয়াশিংটন আরও ছয়টি খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হন। তিনি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। অসংখ্য কন্টিনেন্টাল সৈন্য মারা যায়। অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। অনেক সৈন্য গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। বৃটিশ আর্মি স্বদেশে নিউইয়র্ক, নিউজার্সী ও ফিলাডেলফিয়া দখল করে নেয়। জর্জ ওয়াশিংটন দুর্বল হয়ে পরেন তবে হাল ছেড়ে দেন নাই। অসীম সাহস নিয়ে বড়দিনের রাতে টেমটন শহর, প্রচণ্ড বরফের মধ্যে, তুষারপাতের মধ্যে জর্জ ওয়াশিংটন খরস্রোতা ডেলওয়ার নদী অতিক্রম করে আট মাইল মার্চ করে টেমটন দুর্গ দখল করতে সক্ষম হন। কন্টিলেনটাল সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা হয়ে ওঠে। জর্জ ওয়াশিংটন যেহেতু জরিপ কাজে শিক্ষিত ছিলেন, সেটাকে সম্বল করে, তারা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন। এই সব আক্রমনে বৃটিশ আর্মি বেশ নাজেহাল হয়ে পরে। সাথে সাথে ফরাসী সৈন্যবাহিনী, কন্টিনেন্টাল আর্মিকে সহায়তা করতে আসে। তাদের দ্বারা জর্জ ওয়শিংটনের বাহিনী যুদ্ধ পরিচালনায় দক্ষ হয়ে উঠে। ফরাসীদের সাথে যুক্ত হয়ে ভার্জিনিয়ার ইয়র্কটানে বৃটিশ বাহিনীকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করতে পারেন। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের মার্চে বৃটিশ পার্লামেন্ট আমেরিকার সাথে শান্তি চুক্তি করতে রাজি হয়। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্ট প্যারিসে চুক্তির মাধ্যমে, বৃটিশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকৃতি দান করে। জর্জ ওয়াশিংটন বৃটিশ আর্মিকে নিউইয়র্ক শহর থেকে বিতারিত করতে বাধ্য করে। ঐ দিনই জেনারেল জর্জ ওয়াশিংটন বিজয়ী বীর হিসাবে নিউইয়র্কে প্রবেশ করেন। জর্জ ওয়াশিংটন অনেক বড় মাপের কমাণ্ডার ছিলেন কারন নিজ ইচ্ছায় এত বড় পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেন। যুদ্ধ থেকে তিনি তাঁর নিজস্ব গ্রামে, মেরিল্যান্ডে তার পরিবারের কাছে আসেন তার নিজস্ব মাউন্ট ভারনলে এসে কৃষিকাজে যোগাদান করেন। তিনি আমেরিকানদের যুদ্ধ থেকে রিবত থাকতে এবং দেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করতে আহ্বান করেন। সিভিল ওয়ারে এবং বৃটিশদের সাথে যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রান হারায়। এত বড় বীর নিজ ইচ্ছায়, কমাণ্ডার- ইন-চিফ পদ থেকে সরে আসাতে, দেশবাসী কয়েক বছর পরে জর্জ ওয়াশিংটনকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে ভূষিত করেন। ইতিহাসে কোন কমাণ্ডার নিজ ইচ্ছায় উচ্চপদ থেকে ইস্তফা দেন নাই- জর্জ ওয়াশিংটন জনগনের ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিয়ে গনতন্ত্র কায়েম করে গেছেন। এটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা। ৯

চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত রোমেল ভিনসেন্ট রোজারিও

জন্মঃ ০৫ মে, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যুঃ ০৫ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় রোমেল,

কালের আবর্তে চারটি বছর পেরিয়ে গেল তুমি আমার ঘর শূন্য করে চলে গেলে না ফেরার দেশে। মা মারীয়ার মাস, মে মাসে তোমার জন্ম হয়েছিল। তুমি আমার কোল আলো করে যখন এসেছিলে তখন আমি তোমার দাদুর নামটা রেখেছিলাম ভিনসেন্ট, যেন তোমার আদর্শবান দাদুর আদর্শ নিয়ে বেড়ে উঠো এই পৃথিবীতে। কিন্তু তোমার চিরকালীন অসুস্থতা সব ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেলো। পৃথিবীর রূপ, রস, মাধুর্য কোনো কিছুই তুমি উপভোগ করতে পারোনি। তোমার শারীরিক কষ্টের কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনি, আমি এখনো তোমার শব্দ শুনতে পাই। তোমাকে পরিবারের সবাই অনেক ভালোবাসতো। কিন্তু তোমার কষ্ট কমানোর ক্ষমতা কারো ছিল না। আমি বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি, তুমি স্বর্গদূতদের মধ্যে আছো পরম আনন্দে। তুমি আমার হৃদয় মন্দিরে থাকবে সর্বদা ভালোবাসার ডালি হয়ে। তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন আমরা পবিত্রভাবে জীবন যাপন করে, জীবন শেষে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

নমিতা রেবেকা রোজারিও ও পরিবারবর্গ

বিঃপ্রঃ ১৫০/২৪

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2023-2024/850 Date: 25th June, 2024

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an experienced and self-motivated **Additional Chief Executive Officer (ADCEO).**

Position: Additional Chief Executive Officer (ADCEO)

Key Job Responsibilities:

- Oversee day-to-day operations across the organization by providing effective leadership, supervision and a safe working environment for all employees and ensure the overall organizational excellence.
- Lead the development of long-term organizational strategy, using fact-based analysis to identify growth and opportunities to shape the future of the company. This includes designing and delivering projects as required by the management.
- Ensure that all policies, processes, protocols, internal controls and compliance for operations are well documented and in place in accordance with all relevant regulatory and government standards/practices.
- Collaborate with senior professionals and their teams across the organization to set priorities, goals and implement the strategic initiatives, prioritizing resources required in collaboration with Finance team.
- Identify new processes to ensure relevant policies and systems are implemented and lead cross-functional efforts to prepare the analysis required to evaluate business and market opportunities to create viable financial plans.
- Manage and maintain the property assets, including facilities of the organization and ensure compliance with all Health and safety regulations as directed by the credit union.
- Report to the CEO in a timely manner on operational budgets and any trends or deviations in the level of services or any other matters of concern.
- Ensure that financial targets are properly achieved according to the targets and report to the CEO regularly in this regard.
- Conducting research and analyses of operational effectiveness, processes, stakeholders, etc.
- Promote a culture that reflects the Credit Union's values and encourages good performance.
- Serve as a credible and compelling spokesperson for the organization.

Educational Requirements:

- Masters/MBA from country's top rated reputed public/private Universities (IBA, DU, JU etc.) preferably in any discipline of business.
- Candidates having professional certifications such as PGD/PMP/PMC will get preferences.

Experience Requirements:

- Minimum 15 years of total experience in any reputed financial institution/Multifunctional organization.
- Minimum 08 years of experience in leadership role in any reputed multifunctional financial organization.

Additional Requirements:

- Age maximum 45 years.
- Self-motivated & confident for taking independent initiatives to achieve organizational goals.
- Should be able to lead and guide a large team of professionals.
- Strong analytical and financial reporting expertise
- Strong knowledge of Human Resources management and best practice.
- Ability to assess, critically evaluate and interpret complex information and to identify key operational & HR risk drivers.
- Expert in oral/written communication with necessary interpersonal skills including information technology literacy.
- Logical thinking with capability to problem solve and to act decisively
- Strong leadership abilities and the capability to motivate a team
- Flexibility with an emphasis on delivery and growth with a proven track record of achieving business results.

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Employment Category: Contractual
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures:	Address:
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by **10 July, 2024.**	**The Chief Executive Officer** **The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka** Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/

The position applied for should be written on top right corner.

বিজ্ঞ: ১৪৭/২৪

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2023-2024/851 Date: 25th June, 2024

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an experienced and self-motivated **Chief ICT Officer** for ICT Department who has extensive experience in working with multi-organizational domain of Fintech.

Position: Chief ICT Officer

Key Job Responsibilities:

- Lead the multifunctional ICT team consisting of software development, software implementation, data center, system & operation and large networking in multiple locations.
- Lead the ICT team to troubleshoot specific hardware and software issues to ensure maximum approved user accessibility and operations of the systems and lead the current deployment process.
- Supervise & confirm expected performance of Applications, Data Management, and Communication & Equipment.
- Ensure successful deployment of all technology initiatives within the budget and on time.
- Oversee day-to-day operations of the ICT Team, providing effective leadership, supervision and a safe working environment for the team and ensure the overall output quality of the team.
- Prepare strategic plans and set specific goals for the team and mentor them on personal and career growth.
- Ensuring efficient, effective IT and Telecommunication infrastructure in accordance with the International standards.
- Implement strategies to attain maximum operating efficiency and proper contingency of IT systems so that integrity Of data and documents are protected.
- Develop, implement and maintain security plans to ensure data retention and security.
- Coordinate with other departments in order to understand and meet their technological requirements.
- Ensure the integrity of computer servers, network communications and management information services.
- Integrate and maintain multiple software environments and portal development.
- Partner with top managements and recommend quality technological solutions, which will enhance performance.

Educational Requirements:

- M.Sc. in Computer Science & Engineering/MIS.
- Candidates having professional certifications in the relevant field will get preferences.
- Candidates having additional qualification in B.Sc./M.Sc. in EEE will be considered as an added advantage.

Experience Requirements:

- Minimum 15 years of experience in ICT field with reputed organizations.
- Minimum 8 years of experience in leadership role with reputed technological companies.

Additional Requirements:

- Age maximum 45 years.
- Should have experience in software designing, development & its implementation, web site & web application development, directory and server configuration, physical and logical ISP network, establishing Internet protocols, physical layer technologies, email servers, programming languages etc. and proficient in configuring, deploying and troubleshooting.
- Must have strong knowledge on ERP design, development & implementation, ERP database (preferably Oracle EBS, SAP, IFS or any other popular ERP) and a clear concept on data warehousing, data mining and similar.
- Self-motivated & confident for taking independent initiatives to achieve organizational goals.
- Should be able to lead and guide a large team of ICT professionals.
- Experience with pro-active monitoring and knowledge of database monitoring tools.
- Should have experience in using Firewall, backup tools and technologies.

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Employment Category: Contractual
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures:	Address:
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by **10 July, 2024.**	**The Chief Executive Officer** **The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka** Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/

The position applied for should be written on top right corner.

বিজ্ঞ: ১৪৬/২৪

পুন:নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মটস'র প্রশাসন এবং প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিভাগের অধীনে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পদে নিয়োগসহ প্যানেল তৈরীর জন্য আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছে। পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে প্রদত্ত হলো:

পদের নাম ও বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা/ অন্যান্য যোগ্যতা
পদের নামঃ (ক) সহ-প্রশিক্ষক, মডুলার-(AC) (খ) সহ-প্রশিক্ষক, মডুলার-সিভিল (বেতন= ১৬,০০০/-) (গ) ল্যাব এসিস্ট্যান্ট- সিভিল (বেতন= ১৪,০০০/-) (ঘ) পরিচ্ছন্ন কর্মী- (বেতন= ১০,০০০/- টাকা; থাকা ও আহার ফ্রি) পদ সংখ্যাঃ প্রত্যেকটি পদে একজন (০১) করে বয়সঃ ২৫-৩৫ বছর (৩০/০৬/২০২৪ খ্রীঃ অনুযায়ী) কাজের ধরনঃ চুক্তি ভিত্তিক। নিয়োগের মেয়াদকালঃ প্রাথমিকভাবে নিয়োগের মেয়াদকাল ১ বছর, পরবর্তীতে সংস্থার প্রয়োজন ও কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন সাপেক্ষে নিয়োগের মেয়াদকাল বর্ধিত হতে পারে। কর্মস্থলঃ মটস।	• সকল ক্ষেত্রে স্ব স্ব টেকনোলজিতে কমপক্ষে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ • বিষয় ভিত্তিক কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। • অধিক অভিজ্ঞ প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য। • পরিচ্ছন্ন কর্মীর ক্ষেত্রে ৮ম শ্রেণী পাশ

আবেদনের শর্তাবলীঃ

(ক) আবেদনকারী নিম্নলিখিত ছক অনুসারে জীবন-বৃত্তান্ত উল্লেখ পূর্বক সাদা কাগজে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে আবেদন করতে হবে।
১। প্রার্থীর নাম ২। পিতা/ স্বামীর নাম ৩। মাতার নাম ৪। জন্ম তারিখ, ৫। ধর্ম ও জাতীয়তা ৬। স্থায়ী ঠিকানা ৭। বর্তমান/ যোগাযোগ এর ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ ৮। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ৯। দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তির (চাকুরীরতদের ক্ষেত্রে প্রাক্তন ও বর্তমান সুপারভাইজার) নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে তার সম্পর্ক।

(খ) আবেদনকারীর বয়স: প্রার্থীর বয়স ২৫-৩৫ হতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পেশাদার এবং সেবামূলক কাজে উদ্যোগী হতে হবে।

(গ) আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, অভিজ্ঞতার সনদ (যদি থাকে) চারিত্রিক সনদপত্রের ফটোকপিসমূহ ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে।

(ঘ) চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র সংযোজন করে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই প্রার্থীর মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(ঙ) প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগাযোগ করা হবে। ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আবেদন পত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

(চ) নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মটস'র (কারিতাসের ট্রাস্ট) সকল ধরনের পলিসি অনুসরণ করতে হবে।

(ছ) প্রার্থীর কর্মস্থল ঢাকার মিরপুর এলাকায় থাকবে তবে অফিসের প্রয়োজন যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের যেকোন স্থানে কাজে যেতে বাধ্য থাকতে হবে।

(জ) প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র ও অভিজ্ঞতার প্রমাণসহ ইন্টারভিউর সময়ে মটস অফিসে প্রদর্শন করতে হবে।

(ঝ) আবেদনপত্র আগামী ১৫/০৭/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ'র মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে অথবা সরাসরি জমা দেয়া যাবে।

(ঞ) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

পরিচালক
মটস
১/সি-১/এ পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা- ১২১৬। <general@mawts.org>

কারিতাস বাংলাদেশ'র ট্রাস্ট হিসেবে মটস সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। মটস বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। মটস'র কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যেকোন ধরনের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘটিত হলে তা মটস শূণ্য সহনশীলতা (zero tolerance) নীতিমালায় বর্ণিত শাস্তির আওতাভুক্ত।

"কারিতাস বাংলাদেশ'র ট্রাস্ট হিসেবে মটস সম-সুযোগ প্রদানে বিশ্বাসী"

বিজ্ঞপ্তি: ১৪৬/২৪

ছোটদের আসর

মন পরিবর্তন

বাতিস্তুতা এনসন হেমব্রম

মাইকেল নামে কলেজ পড়ুয়া একজন ছেলে ছিল। সে খুবই অবাধ্য ছিল। খারাপ বন্ধু দের সাথে মিশে সে খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে বাবা মায়ের কথা একদম শুনতো না। প্রায় সময় তার বাবা মায়ের সাথে ঝগড়া লেগেই থ াকতো। খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশতে মিশতে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়লো। মাইকেল তার বাবা মায়ের টাকা পয়সা খারাপ কাজে ব্যয় করতে শুরু করলো। একদিন সে তাস খেলে রাত করে বাড়ি ফিরলো এবং বাবা মায়ের ওপর চিৎকার শুরু করলো। এভাবেই কেটে গেল অনেক গুলো দিন। মাইকেল পরিক্ষাতে ও ভালো ফলাফল করতে পারলো না। এতে তার মন খারাপ হয়ে গেলো। একদিন সে দেখলো তার টেবিলে একটি বাইবেল রাখা। সে বাইবেল পড়া শুরু করলো। বাইবেল বলে সমস্ত ক্ষমতা প্রভু যীশুর এবং মানুষের উচিত মন দিয়ে প্রভু যিশুর সেবা করা। মাইকেল তার ভুল বুঝতে পারলো। সে সকল খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করলো। নিয়মিত গীর্জায় যাওয়া শুরু করলো। তার মন পরিবর্তন হয়ে গেলো। সে আর খারাপ বন্ধুদের সাথে মেশে না এবং খারাপ কজা আর করে না । সে তার ভুলের জন্য তার বাবা মায়ের কাছে ক্ষমা চাইলো। এবং খুব ভালো ভাবে পড়াশোনা করতে লাগলো। বছর শেষে দেখা গেলো সে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এতে তার বাবা মা, শিক্ষক এবং সবই খুব খুশি হলো। এতে মাইকেল ও খুব খুশি হলো এবং সব কিছুর জন্য প্রভু যিশুকে ধন্যবাদ দিলো। সত্যিই প্রভু যিশুকে মন থেকে বিশ্বাস করলে জীবন বদলে যায়।

স্বাগত দূত

জেভিয়ার শিয়োন বল্লভ

হে সাধু পিতর
তুমি স্বর্গের স্বাগত দূত।
পূজনীয় বন্ধু তুমি
পরম যিশুময়ের।

শূন্য হাত পূর্ণ হলো
স্বর্গদ্বারে চাবি পেলে।
খ্রিস্টমণ্ডলীর দায়িত্ব নিলে
পৃথিবীর বাঁধন খুলে দিলে।

খ্রিস্টপ্রভুর পবিত্র বলিদানে।
স্বর্গ রহস্য উন্মোচিত হলো
পাথরের বুকে মণ্ডলী স্থাপিত করে।
আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে
তোমার স্বর্গের নাম।
পাপময়তা উপেক্ষা করে
মোদের স্বাগত জানাও
নূতন জীবনে।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

দ্বীপন বৈরাগী প্রান্ত
৭ম শ্রেণি
রায়েরদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়

Job Vacancy Announcement

Front Desk Executive (Female)

Employment Status: Full-time
Workplace: Work at Baridhara Head Office
Educational Requirements: Bachelor Degree in any discipline
Experience Requirements :
Candidates with 0-1 year experience can apply.
Freshers are also encouraged to apply.
Salary: BDT 15,000-20,000/-
Compensation & Other Benefits
- Mobile bill
- Salary Review: Yearly
- Festival Bonus: 2

Additional Requirements
- Age 22 to 27years.
- Applicants must be 5'3" in height or above.
- Good looking, smart and pleasing personality.
- Must have excellent computer knowledge, such as Microsoft word, Microsoft excel and digital marketing platforms, such as facebook, youtube, instragram, etc.

Please email your CV with recent photograph till 10 July, 2024 at gvabd.edu@gmail.com

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS
Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E, Block-J, Baridhara, Dhaka-1212
+88 01894-767125
+88 01911-052103
globalvillageacademybd
www.globalvillagebd.com

বিজ্ঞ: ১৪৫/২৪

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রথম বিশ্ব শিশু দিবসে রোমে জড়ো হওয়া শিশুদের সাথে শান্তি উৎসব পালন করলেন পোপ মহোদয়

প্রথম বিশ্ব শিশুদিবস পালন উপলক্ষে ২৫ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার বিকালে সারাবিশ্ব থেকে আগত ৫০ হাজারের মতো শিশুরা রোমের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে সমবেত হয় পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসকে দেখতে এবং তাঁর সাথে ভবিষ্যত পৃথিবীতে শিশুদের গুরুত্ব নিয়ে অনুধ্যান করতে। দিবস পালনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল শান্তি। পোপ মহোদয় গাড়ি করে ৪:৪০ মিনিটে স্টেডিয়ামে পৌঁছলে

শিশুরা হাততালি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানায় এবং রোমের শিশুশিল্পীরা 'একটি সুন্দর পৃথিবী (A Beautiful World) গানটি পরিবেশন করে। পরে পোপ মহোদয় শিশুদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁর সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। যেখানে উল্লেখ করেন শিশুদের মধ্যে সবকিছুই জীবন ও ভবিষ্যতের কথা বলে। মণ্ডলী জননী হিসেবে শিশুদের স্বাগত জানায় এবং কোমলতা ও আশা নিয়ে তাদের সাথী হয়। 'এসো ছেলে ও মেয়েদের কাছ থেকে শিখি'- এই শিরোনামে গত বছর নভেম্বর ৭ তারিখে শিশুদের সাথে ভাটিকানে যে মিটিং হয় তারই অনুপ্রেরণায় বিশ্ব শিশু দিবস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিশুদের সাথে কথোপকথনের এক পর্যায়ে পোপ মহোদয় শিশুদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি যুদ্ধ নিয়ে চিন্তিত? যুদ্ধ কি ভালো কিছু? শান্তি কি সুন্দর? রোমের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে জড়ো হওয়া শিশুদেরকে তাদের সমবয়সী শিশু যারা যুদ্ধ ও অন্যায্যতার কারণে যন্ত্রণাভোগ করছে, স্কুলে যেতে পারছে না তাদের জন্য প্রার্থনা করতে এবং সর্বদা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে আহ্বান করছেন। বাইবেলের প্রত্যাদেশ গ্রন্থের *২১:৫ পদ* 'আমি এখন সব কিছুই নতুন করে তুলছি' উল্লেখ করে তিনি শিশুদের বলেন, এটি কতো না সুন্দর ঈশ্বর আমাদের জন্য নতুন আনবেন। একইসাথে শিশুদেরকে উৎসাহ ও হৃদয়ের স্বাস্থ্য আনন্দ নিয়ে এগিয়ে চলতে আহ্বান করেন কেননা যিশু তাদেরকে ভালোবাসেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর পোপ ফ্রান্সিস তাঁর সংলাপ চালিয়ে যান ৫টি মহাদেশ থেকে আগত শিশু প্রতিনিধিদের সাথে। শিশুরা তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। কলম্বিয়ান শিশু যেরুনিমো প্রশ্ন রাখে, এটি কি সত্যি যে, শান্তি সব সময় সম্ভব? পুণ্যপিতা আবার স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমাদেরকে মাঝে মাঝে ভুল স্বীকার করতে ও ক্ষমা চাইতে হয়। বুরুণ্ডির শিশু লিয়া মারিসে জানতে চায়, জগতকে উন্নততর করতে শিশুরা কি করতে পারে? উত্তরে পোপ মহোদয় বলেন, তর্ক না করে সাহায্য করে যাও। ইন্দোনেশিয়ার এক বালিকা পোপ মহোদয়ের কাছে সরাসরি প্রশ্ন রেখে বলে, আপনি কোন্ অলৌকিক কাজটি করতে পছন্দ করবেন? উত্তরে পোপ মহোদয় জানান, এমন অলৌকিক কাজ যাতে করে সকল শিশুরা বাঁচতে, খেতে, খেলতে ও স্কুলে যেতে পারে। আর ইতালির ক্ষুদে বালক ফ্রেদেরিকো জানতে চান, তারা কিভাবে যন্ত্রণাকাতর শিশুদের সহায়তা করতে পারে? পুণ্যপিতা স্বীকার করে নেন, অনেক শিশুরাই তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। তার কারণ আমাদের স্বার্থপরতা ও অন্যায্যতা। এসো আমরা একসাথে কাজ করি যাতে করে পৃথিবীতে অন্যায্যতা কমে। তারপর সকলে নীরবে প্রার্থনা করে বিশেষভাবে সেইসকল হতভাগ্য শিশুদের জন্য যাদের একবেলা খাদ্য জুটে না। সঙ্গীত, ছোট ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন ও ইতালিয়ান ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যকার খেলার পরে শিশুদের আঁকা ছবি পোপ মহোদয়কে উপহার দেবার মধ্যদিয়ে শিশুদের সাথে পোপ মহোদয়ের সংলাপ অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। পরের দিন ২৫ মে ১ম বিশ্ব শিশুদিবস পালনের খ্রিস্টযাগে সকলে সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে মিলিত হয়।

খ্রিস্টযাগের পরে ইতালিয়ান কমেডিয়ান রবের্ত বেনেজ্জি যিনি জীবন সুন্দর এই ফিল্মের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত তিনি শিশুদেরকে বলেন, তোমাদের দৃষ্টি খোল আর স্বপ্ন দেখো। আমরা সাধারণত চোখ বন্ধ করে ঘুমের সময় স্বপ্ন দেখি। কিন্তু চোখ খোলা রেখে স্বপ্ন দেখার অর্থ হলো- পড়, লেখ আর নতুন কিছু আবিষ্কার কর।

বিশ্ব শিশুদিবস উপলক্ষে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন, প্যালেস্টাইন, বেলারুস ও ইন্দোনেশিয়া থেকে ৩০জন শিশু যারা কেউ কেউ বোমার আঘাতে পা হারিয়েছে তারা শান্ত হয়ে পোপের সামনে বসেছিল।

ব্যাংককে পালকীয় সাহিত্য অনুবাদ কর্মশালা

এশিয়ার বিশপ সম্মিলনীগুলোর ফেডারেশন (এফএবিসি) এর সামাজিক যোগাযোগ দপ্তর, থাইল্যাণ্ডের ব্যাংককে গত ৪-১০ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিতব্য পালকীয় সাহিত্য অনুবাদ কর্মশালা ১০ জুন বিকালে সফলভাবে সমাপ্ত করেছে।

কর্মশালাটি এশিয়ার প্রধান ১৬টি ভাষার ৪৪জন অনুবাদককে পালকীয় সাহিত্য অনুবাদে তাদের দক্ষতা বাড়াতে ও এ অঞ্চলের বিচিত্র ভাষাগত দৃশ্যপটের মধ্যেও আরো ভালো যোগাযোগ রচনা করতে একত্রিত করেছিল।

এফএবিসি'র সামাজিক যোগাযোগ দপ্তরের চেয়ারম্যান ও মালয়েশিয়ার প্যানাং এর বিশপ, কার্ডিনাল সেবাস্তিয়ান ফ্রান্সিস তার অনুপ্রেরণাদায়ী উদ্বোধনী বাণীতে অনুবাদকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে বলেন, একজন অনুবাদক লেখক ও পাঠকের মধ্যে একজন সংযোগকারী ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। পালকীয় ধারার সাহিত্যে অনুবাদক মূল বা উৎস ভাষার প্রতি যেমনি বিশ্বস্থ থাকবেন তেমনি যে মানুষদের জন্য তা অনুবাদিত হচ্ছে তাদের ভাষার গতিশীলতা ও পরিবর্তনের প্রতিও উন্মুক্ত থাকবেন। কর্মশালাতে অংশগ্রহণকারী সকলকে তাদের অনুবাদ কাজের মধ্যদিয়ে 'মিশনারী শিষ্য' হয়ে ওঠার আহ্বান রাখেন কার্ডিনাল মহোদয়।

ভাষাজ্ঞানে ও অনুবাদ কাজে দক্ষ সিলের (SIL) দক্ষ দল কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। অনুবাদের নীতি, পদ্ধতি, সরঞ্জাম এবং অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের কৌশল নিয়ে সাজানো হয় সেশনগুলি।

ভারতের ইয়েজু করুণানিধি কর্মশালায় অংশ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, 'অনুবাদ কর্মশালাটি আমাকে বিশ্বের ভাষাগুলির প্রতি এবং ভাষার বিশ্বের প্রতি উন্মুক্ত করেছে'। একইভাবে ইন্দোনেশিয়ার অংশগ্রহণকারী কারোলিন মারীয়া দামায়ান্তি নুগ্রোহো নেটওয়ার্কিং এর সুযোগগুলোর প্রশংসা করে বলেন 'অনুবাদ কাজে জড়িত বিভিন্ন মানুষের সাথে আমি এখন সম্পৃক্ত হতে পারবো। কর্মশালাটি আমাকে নেটওয়ার্কিং ও সহযোগিতায় সক্ষম করে তুলেছে'। তাইওয়ানের মি. চুন চিয়েন উ তার ব্যক্তিগত উন্নতির কথা সহভাগিতা করে বলেন, অনুবাদ কাজে আমি আমার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করতে পেরেছি'। শ্রীলঙ্কার অংশগ্রহণকারী অভিজ্ঞ অনুবাদক নাওয়ালাজ লোভি গডফ্রে কোরে মন্তব্য করে বলেন, 'এই কর্মশালাটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, অনুবাদের এই প্রচেষ্টায় আমি একা নই'।

এফএবিসি'র সামাজিক যোগাযোগ দপ্তরের নির্বাহী সচিব ফাদার জর্জ প্লাথোটাম এসডিবি'র নির্দেশনা ও পরিচালনায় কর্মশালাটি যথার্থভাবে সম্পন্ন হয়। 'হ্যাণ্ডবুক ফর ট্রান্সলেটর' শিরোনামে অনুবাদকদের জন্য একটি সহায়িকা ও নির্দেশনা পুস্তিকা তৈরি করা হয়েছিল এবং যা কর্মশালায় ব্যবহার করা হয়েছিল।

এই কর্মশালাটি এশিয়া জুড়ে পালকীয় সাহিত্যের গুনগতমান ও পরিসর বৃদ্ধির একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত হবে, যা মণ্ডলীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আরো কার্যকর যোগাযোগ ও বোঝাপড়ায় অবদান রাখবে।

ধন্য ফাদার বাসিল মরোর স্বর্গলাভের সার্ধশত বর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন

ব্রাদার দিবস রোজারিও সিএসসি ▯ গত ৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার তেজগাঁও পবিত্র জপমালা গীর্জায় উদযাপিত হলো পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য ফাদার বাসিল মরোর স্বর্গলাভের সার্ধশত বর্ষপূর্তি। এই আনন্দঘন দিনটিতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুশ ওএমআই, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ, বিভিন্ন ধর্মসংঘ থেকে ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, সেমিনারীয়ান, প্রার্থী-প্রার্থিনীগণ এবং খ্রিস্টভক্তগণ। অনুষ্ঠানটির শুরুতেই ধন্য বাসিল মরোকে নিয়ে নির্মিত একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শিত হয়। এরপর যথাক্রমে বাংলাদেশ পবিত্র ক্রুশ ভ্রাতৃসমাজের প্রদেশপাল ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি এবং বাংলাদেশ পবিত্র ক্রুশ ভগিনীসমাজের এলাকা সমন্বয়কারী সিস্টার ভায়োলেট রড্রিক্স সিএসসি ও পবিত্র জপমালা ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের পর বিকাল পাঁচ ঘটিকায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুশ ওএমআই। তিনি খ্রিস্টযাগে যিশু হৃদয়ের ভালোবাসা উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীতে পবিত্র ক্রুশ সংঘের অবদান তুলে ধরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে আরো উপস্থিত ছিলেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি এবং অন্যান্য যাজকগণ। খ্রিস্টযাগের পরে দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রকাশিত বই-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচনের পর ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তীতে তেজগাঁও কমিউনিটি সেন্টারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতেই ফাদার গৌরব জি. পাথাং-এর কথা ও সুরে প্রস্তুতকৃত থিম সং-এর উপর নৃত্য পরিবেশন করেন হলিক্রস সংঘের প্রার্থী ও প্রার্থিনীগণ। মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার পর প্রীতিভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

মহিপাড়া ধর্মপল্লীতে সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব উদযাপন

লর্ড রোজারিও ▯ গত ১৩ জুন মহাসমারোহে মহিপাড়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৯ টায় ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ স্থানীয় কৃষ্টি অনুযায়ী বিশপ জের্ভাস রোজারিও ও অন্যান্য ফাদারদের বরণ করে নেন। এরপর শুরু হয় তীর্থের মহাখ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে সহায়তা করেন ভিকার জেনারেল, চ্যান্সেলর সহ ১৫ জন ফাদার ও ২ জন ডিকন। উল্লেখ্য তীর্থের পূর্বে প্রস্তুতিস্বরূপ নয় দিন নভেনা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ করা হয়। খ্রিস্টযাগের শুরুতে সাধু আন্তনীর বিভিন্ন গুনাবলী পাঠ ও প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়।

বিশপ মহোদয় তার উপদেশ বাণীতে বলেন, "হারানো দ্রব্য ফিরে পাওয়ার জন্য সাধু আন্তনী অনেক জনপ্রিয়। সাধু আন্তনীর কাছে আমরা হারানো দ্রব্য ফিরে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি। বিশ্বের অনেক মানুষ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন তবে বর্তমান সময়ে আমাদের হারানো বিশ্বাস ও ভক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করতে হবে। ঈশ্বরের সাথে সুন্দর সম্পর্ক ফিরে পাওয়ার জন্য সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করতে হবে"।

খ্রিস্টযাগের শেষে পাল পুরোহিত ফাদার সুব্রত পিউরিফিকেশন সকলকে তীর্থের শুভেচ্ছা জানান। এছাড়াও তীর্থোৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করতে যারা বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানান।"

পরিশেষে সকলের মাঝে আশীর্বাদিত বিস্কুট বিতরণ ও দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে তীর্থোৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের শিশু এনিমেটরদের বাৎসরিক সম্মেলন-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

ফাদার মানুয়েল চাম্বুগং ▯ "শিশুদের ভবিষ্যত প্রেরণকর্মী হিসাবে গঠনে এনিমেটরদের ভূমিকা" এই মূলসুরের আলোকে গত ৬-৮ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের শিশু এনিমেটরদের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের পালকীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। এই সম্মেলনে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ১৮টি ধর্মপল্লী ও ১টি উপ-ধর্মপল্লী থেকে প্রায় ৬০ জন এনিমেটর অংশগ্রহণ করেন। ৬ জুন রাতের আহারের পর রাত ৮:৩০ মিনিটে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের পিএমএস-এর ধর্মপ্রদেশীয় পরিচালক ফাদার সুনির্মল মৃ এবং জাতীয় পিএমএস অফিস সহকারী সিস্টার মারীয়া দাস সিআইসি এর প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে সেমিনারটি আরম্ভ হয়। পরের দিন সকাল ৮ টায় র‍্যালির পর "শিশুদের ভবিষ্যত প্রেরণকর্মী হিসাবে গঠনে এনিমেটরদের ভূমিকা" এই মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার বাইওলেন চাম্বুগং, চ্যান্সেলর ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ। তিনি বলেন, শিশুদের প্রেরণকর্মী হিসাবে গঠন

দানের জন্য এনিমেটরদের অনেক গুণাবলী অর্জন করতে হবে, শিশুদের সাথে কাজ করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে, মায়ের মতো প্রেম ভালবাসা দিয়ে তাদের শিক্ষা দিতে হবে। “পিএমএস সম্পর্কে ধারণা ও কার্যক্রমসমূহ” বিষয়ে সহভাগিতা করেন সিস্টার মারীয়া দাস। “এ্যাকশন সং-এর গুরুত্ব ও প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাশ” দেন ফাদার মানুয়েল চাম্বুগং। “শিশুমঙ্গল সংঘের উদ্দেশ্য ও এনিমেটরদের কার্যাবলী” সম্পর্কে সহভাগিতা করেন ফাদার সুনির্মল মৃ এবং “বর্তমান যুগে শিশু এনিমেটরদের করণীয় ও গুনাবলীসমূহ” সম্পর্কে সহভাগিতা করেন সিস্টার ঝুমা নাফাক এসএসএমআই। তারপর প্রত্যেক ধর্মপল্লীর প্রতিনিধিগণ নিজ ধর্মপল্লীর শিশুমঙ্গল সংঘের কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করেন। রাতের আহারের পর এনিমেটরদের অংশগ্রহণে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন সকালে ফাদার বাইওলেন চাম্বুগং শিশু এনিমেটরদের জন্য পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তাকে সহযোগিতা করেন ফাদার সুর্নিমল মৃ, ফাদার সামুয়েল পাথাং ও ফাদার মানুয়েল চাম্বুগং। পরিশেষে সব কিছুর জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ফাদার সুনির্মল মৃ।

মহাখালী খ্রিস্টান প্রবীণ সংঘের সেমিনার

রুবী ইমেল্ডা গমেজ গত ১৫ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, শনিবার মহাখালী খ্রিস্টান প্রবীণ সংঘের আয়োজনে “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: হৃদয়ের প্রজ্ঞা” বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মূলত: প্রবীণ সংঘের সদস্যসহ মোট ৭০ জন অংশগ্রহণ করেন। শুরুতে মহাখালী খ্রিস্টান প্রবীণ সংঘের সভাপতি মি. এলয়সিয়াস মিলন খান শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। সেমিনারের মূল বক্তা ফাদার অজিত ভিক্টর কস্তা ওএমআই-এর প্রাণবন্ত ও সাবলীল উপস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীগণ বিষয়বস্তুর ওপর সম্ভাব্য ধারণা লাভ করেন। তিনি বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিজ্ঞানের একটি অনন্য অবদান। যার শান্তিময় ব্যবহার মানব সভ্যতা ও মানবজাতিকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মিলন-পরিবার স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সহায়ক হবে। আবার এর অশান্তিময় ব্যবহার মানবজাতিকে পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ক্ষমতাও রাখে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে আমরা সবাই যেন নীতিগতভাবে হৃদয়ের প্রজ্ঞা দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এর শুভ ব্যবহার মানুষে-মানুষে জীবনময়-ভ্রাতৃত্বময়-শান্তিময় সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আর কু-ব্যবহার মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করতেও সক্ষম।

মূল উপস্থাপনা আরো বোধগম্য ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য সম্মানীয় আলোচক মঞ্জু মারীয়া পালমা ও মায়া ডি’ রোজারিও বিশদ ব্যাখা দিয়ে তাদের বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে দলীয় আলোচনা করা হয়।

মহাখালী খ্রিস্টান প্রবীণ সংঘের সহ-সভাপতি মি. ইউজিন এস রিবেরু বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে এ সেমিনার সফল করার জন্য উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। উপস্থিত সকলকে দুপুরের আহারে আপ্যায়নের মাধ্যমে সেমিনার সমাপ্ত হয়। সেমিনারটি সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করেন মিসেস রুবী ইমেল্ডা গমেজ।

ময়মনসিংহে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সেমিনার

সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক/প্রভাষক এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন ও বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে গত ১২ জুন (এফওয়াইটিপি), কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চলের আয়োজনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মূলসুর ছিল- “আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিশা”। মূলসুরের আলোকে নির্ধারিত বক্তাগণ প্রত্যেক ধর্মের আলোকে সহভাগিতা করেন। অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বক্তা ও অংশগ্রহণকারী সকলেই নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেন।

প্রত্যেক বক্তা স্ব স্ব ধর্মের সম্মান ও মূল্যবোধ বজায় রেখে সংলাপ সেমিনারকে সার্থক করে তোলেন। বক্তাগণ বলেন ধর্ম একটি উপলব্ধি। মানুষের ধর্ম হলো মানবধর্ম যা সৃষ্টিতে পার্থক্য নেই। সকল ধর্মের প্রতি তাই সহবোধ থাকা প্রয়োজন। সম্প্রীতি রক্ষা করাও তাই সকলের নৈতিক দায়িত্ব। এই সেমিনারে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহভাগিতা করেন এবং এর মধ্য দিয়ে মূলসুর এর উপর সহভাগিতা আরো ফলপ্রসুতা লাভ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যাপক বিমল কান্তি দে এবং সভাপতিত্ব করেন মুকুল ফৌজ ও ময়মনসিংহ আর্য জ্ঞান প্রদায়িনী সভা, দূর্গাবাড়ী। সেমিনার শেষে সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রোগ্রাম অফিসার রোজী রংমা। অত:পর মধ্যাহ্নভোজের মধ্য দিয়ে সেমিনার শেষ হয়।

YWCA

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ একটি অ-লাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সদস্যভিত্তিক সংস্থা হিসাবে ১৯৬১ সাল থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী, কিশোর/যুব নারী ও শিশুর জীবনের পরিবর্তন ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সংস্থাটি ২০০৬ সাল থেকে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাইমারী স্কুল শাখায় আগ্রহী, অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত পদে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

পদের নাম : সহকারী প্রধান শিক্ষক (অ্যাসিসটেন্ট হেড মিসট্রেস), প্রাইমারী স্কুল শাখা

পদ সংখ্যা : ১ জন (নারী প্রার্থী)। অবশ্যই কোন স্বীকৃত খ্রীষ্টিয় মন্ডলীর সদস্য হতে হবে।

কর্মস্থল : ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

দায়-দায়িত্ব সমূহ:

- বিদ্যালয় পরিচালনায় সকল ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষা করা;
- বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর ও গুণগত মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো কার্যক্রম নিশ্চিত করা;
- শিক্ষার মানোন্নয়নে বিদ্যালয়ের সম্ভাব্য সকল পর্যায়ের কর্মীদের সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করা;
- বিদ্যালয়ের রুটিন অনুযায়ী নির্ধারিত শ্রেণীতে পাঠদান করা;
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে নিয়মিত মনিটরিং করা;
- পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাস্তবায়ন এবং রুটিন প্রণয়ন করা;
- সহকর্মী শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিবস উদযাপন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- স্কুলগৃহ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সম্পদের নিয়মিত সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা;
- বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;
- প্রাথমিক স্কুলের প্রয়োজনীয় রিপোর্ট প্রস্তুতকরণে সহায়তা প্রদান করা;
- সরকার প্রদত্ত পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সরবরাহকৃত দ্রব্য বিতরণ ও সংরক্ষণ করা;
- প্রয়োজনে শিক্ষাবোর্ডসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখা;
- একটি আদর্শ বিদ্যালয় হিসাবে উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করা;

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কমপক্ষে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীধারী হতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনও স্তরে তৃতীয় শ্রেণি / বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।
- অবশ্যই বি.এড/এম. এড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট পদে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
- বর্তমানে সরকার প্রদত্ত শিক্ষা কার্যক্রম বা কারিকুলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান ও কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাসহ দায়িত্বশীল পদে কমপক্ষে ৫ বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজী লেখা ও বলা এবং কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে।

আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী:

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

২. জীবন বৃত্তান্তের সাথে পরিচিত দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও মোবাইল/টেলিফোন নাম্বারসহ রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

৩. সম্পূর্ন আবেদন পত্র ও উল্লেখিত সকল কাগজ-পত্রাদি আগামী ২০ জুলাই, ২০২৪ তারিখের মধ্যে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার, ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ, ৩/২৩, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭ এই ঠিকানায় (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে) অথবা susmita.hr.ywca@gmail.com এই ই-মেইলে প্রেরণ করতে হবে।

৪. কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

৫. চাকুরীলাভের ক্ষেত্রে যে কোন পর্যায়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, তদবির কিংবা সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে।

বিজ্ঞ: ১৪৭/২৪

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

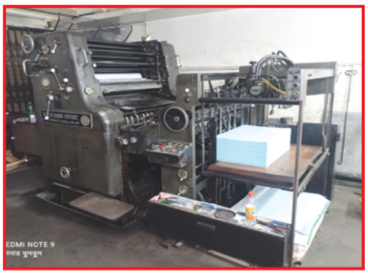

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

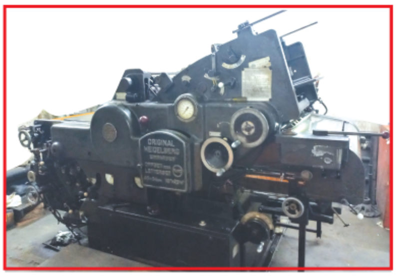

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। **সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।** যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ২৩

THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 23

Regd. No. DA-33

❖ 30 June - 6 July, 2024, ১৬ - ২২ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

আমরা সর্বময় সৃষ্টিকর্তা মহান ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করি। অতীব আনন্দের সুসংবাদ আমাদের প্রাণপ্রিয় জেষ্ঠ্য সন্তান **মার্ক ধ্রুব সিকদারের** শিক্ষা জীবন শুরু হয় বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **S.F.X Green Hearld International** ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে। সে কেজি শ্রেনীতে ভর্তি হয়ে একই স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে **O Level** এবং **A level** এ সাফল্য অর্জন করে। পরবর্তীতে সে অষ্ট্রেলিয়ার নাম করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **Monash University** মালয়েশিয়া শাখা থেকে **Bachelor of Computer Science Degree** সফলতার সঙ্গে অর্জন করে। সবশেষে সে বিশ্বের নাম করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **Master of Statistics Data Science Concentration** কৃতিত্বের সঙ্গে সাফল্য অর্জন করে। তার এই ভাল ফলাফলের জন্য স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকা মণ্ডলীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

তার এই সফলতার জন্য আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও গৌরব করি। সে স্বর্গীয় অতুল সিকদার ও লবঙ্গ সিকদারের নাতি এবং স্বর্গীয় এ্যান্টনী কস্তা ও পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রেখেছেন ভেরোনিকা সুষমা কস্তার নাতি।

সে তেজঁগাও হলি রোজারিও চার্চের একজন সদস্য। সে গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মুকসুদপুর থানার গোয়ালগ্রামের কৃতি সন্তান। বর্তমানে সে ক্যালিফোরনিয়ার **San Francisco** তে চাকুরী ও গবেষণা করছে। আমরা তার জন্য আপনাদের সকলের প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে
পিতা ও মাতা - ডানিয়েল ও আলো সিকদার
ছোট ভাই - নিউটন দ্রুত সিকদার
লরেল মেরীল্যান্ড, আমেরিকা।

বিজ্ঞ/১৪০/২৪

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ৪০০ টাকা

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৩২টি দেশে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে। আপনাদের আমরা একজন নিয়মিত গ্রাহক হিসেবে পেয়ে খুবই গর্ববোধ করছি।

বাংলাদেশের সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, **বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা না হলেই নয়।** আপনারা জানেন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। **এর পথচলা বর্তমানে ৮৩ বছরের।** এতো প্রাচীন পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশে গ্রাহক হিসেবে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সব সময়ই সময়ের চাহিদা অনুসারে আপনাদের হাতের কাছে পৌঁছে থাকে। পত্রিকা প্রকাশে আপনাদের অবদানের পাশাপাশি এর খরচের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। দিনদিন এর খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী তার নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত, কোন অনুদানের উপর নির্ভর করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় না।

একজন গ্রাহকের পিছনে প্রতি সপ্তাহে এক কপির জন্যে প্রায় ২০ টাকা খরচ হয়। বছরে প্রায় ৪৪টি সাধারণ সংখ্যা, একটি ইস্টার সংখ্যা ও একটি বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একজন গ্রাহকের পিছনে খরচ হয় ৮৮০ টাকা (এখানে কর্মীর বেতন ও অফিস এডমিনিস্ট্রেশন খরচ ধরা হয়নি)। আপনারা বর্তমানে দিচ্ছেন ৩০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কপির জন্যে প্রায় ৬টাকা, এর মধ্যে পাচ্ছেন ১০০ টাকার বড়দিন ও ৩০ টাকার ইস্টার সংখ্যা, **বাকী ১৩ টাকা প্রতি সপ্তাহে প্রতি কপির জন্যে ভর্তুকি বহন করতে হয় প্রতিবেশীকেই, যা বছর শেষে একজন গ্রাহকের পিছনে ভর্তুতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫৭২ টাকা।** তবে বিজ্ঞাপন বাবদ যে আয় হয় তা সামান্যই ব্যয় কমাতে সাহায্য করে। আবার অনেক গ্রাহক রয়েছেন যারা নিয়মিত গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করেন না।

তাই ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে গতিশীল ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক **আগামী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারি হতে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।** আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা এই প্রতিবেশীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, লালন-পালন করা, আমার আপনার সকলের দায়িত্ব।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
সম্পাদক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org